ইসলামী আচরণ

অধ্যাপক মুজিবুর রহমান

ইসলামী আচরণ

অধ্যাপক মুজিবুর রহমান

পরিবেশনায়
আহসান পাবলিকেশন
□ মগবাজার □ বাংলাবাজার □ কাটাবন

www.nagorikpathagar.org

প্রকাশনায়
আল ইসলাহ্ প্রকাশনী

প্রথম প্রকাশ	ঃ	১৯৯৭
তৃতীয় প্রকাশ	ঃ	২০০০ (বর্ধিত)
৭ম প্রকাশ	ঃ	জুন ২০০৬
৮ম প্রকাশ	ঃ	জুন ২০০৭
৯ম প্রকাশ	ঃ	আগস্ট ২০০৮
১০ম প্রকাশ	ঃ	মে ২০১৪
১১তম প্রকাশ	ঃ	জানুয়ারি ২০১৮

কম্পোজ ও মুদ্রণে
আল-ফালাহ্ প্রিন্টিং প্রেস
৪২৩ বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

মূল্য ঃ নির্ধারিত ৪০.০০ (চল্লিশ) টাকা মাত্র।

ISLAMI ACHORON by Professor Mujibur Rahman, former MP. Published by Kalyan Prokasoni 435, Elephant Road Bara Maghbazar, Dhaka-1217. Phone : 01552327593
Fixed Price : 40.00 (Forty) Taka only.

www.nagorikpathagar.org

যাঁদের অবর্ণনীয় ত্যাগে মানুষ হয়েছি,
ব্যস্ততা ও সীমাবদ্ধতার কারণে যাঁদের হক
আদায় করতে না পেরে অপরাধী,
সেই পরম শ্রদ্ধেয়-মরহুম আব্বা এবং
আম্মার কল্যাণ কামনায়....

رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِىْ صَغِيْرًا -

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

সূচীপত্র

- মুখস্থ রাখার মত বিষয় ১১
- ঈমানকে পাহারা দিতে হবে ১৯
- আল্লাহর হক-এর প্রতি ২০
- মুখ দিয়ে কাজের প্রতি ২১
- অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা কাজের প্রতি ২২
- মাতাপিতার প্রতি ২৪
- বার্ধক্যে উপনীত পিতামাতার প্রতি ২৬
- স্ত্রীর প্রতি ৩১
- আত্মীয়দের প্রতি ৩২
- লোক দেখানো কাজে ৩৩
- খাবার সময়ে ৩৩
- পায়খানা পেশাবের সময়ে ৩৫
- গোসলের সময়ে ৩৬
- নামাজের সময়ে ৩৬
- বিশ্রাম ও ঘুমের সময়ে ৩৮
- খেলাধুলার সময়ে ৩৯
- লিখাপড়ার সময়ে ৩৯
- অফিস বা কর্মক্ষেত্রে ৪০
- অমুসলিমদের প্রতি ৪১
- মহিলাদের প্রতি ৪১
- ওয়াদা পালনে ৪২
- কুরআন ও হাদিস অধ্যয়নে ৪২
- বাজার করার সময়ে ৪৩
- যানবাহনে চলার সময়ে ৪৪
- বিয়ে বাড়ীর অনুষ্ঠানে ৪৫
- মৃত ব্যক্তির বাড়ীতে ও জানাজায় ৪৫
- অসুস্থ লোকের পাশে ৪৬
- ঝড় বৃষ্টির সময়ে ৪৭
- সন্তান ভূমিষ্টের পরে ৪৮
- মোহর সংক্রান্ত ৪৯
- মসজিদের প্রতি ৪৯
- অনুষ্ঠান ও সমাবেশে ৫০

www.nagorikpathagar.org

○	ছেলের খাতনায়	......	৫১
○	বিচার সালিশে	......	৫১
○	পানি, গ্যাস ও আলো সংক্রান্ত	......	৫২
○	বাড়ীতে প্রবেশ ও প্রস্থানের সময়	......	৫৩
○	রাতের এবাদাতে	......	৫৪
○	বিপদের সময়ে	......	৫৫
○	সিঁড়ি দিয়ে উঠা নামার সময়	......	৫৬
○	ছোটদের ও বড়দের প্রতি	......	৫৬
○	ফকির মিসকিনের প্রতি	......	৫৭
○	সফরকালীন সময়ে	......	৫৭
○	কাজের ছেলেমেয়েদের প্রতি	......	৫৮
○	মেহমানের প্রতি	......	৫৯
○	ইসলামী দলের প্রতি	......	৫৯
○	বাড়ীর কাজে	......	৬০
○	গীবতের সময়ে	......	৬১
○	জালেম ও মজলুমের প্রতি	......	৬২
○	কুলি-মজুর ও রিক্সাওয়ালার প্রতি	......	৬২
○	সালাম দেওয়ার সময়ে	......	৬৩
○	প্রতিবেশীর প্রতি	......	৬৪
○	টেলিফোনে	......	৬৫
○	চিঠিপত্র লেখার সময়ে	......	৬৫
○	ক্রোধ ও হাসির সময়ে	......	৬৬
○	আমানত রক্ষার ব্যাপারে	......	৬৭
○	পশু পাখীর প্রতি	......	৬৭
○	অবসর সময়ে	......	৬৮
○	দাওয়াতী কাজে	......	৬৯
○	দায়িত্বশীলদের প্রতি অধীনস্থদের	......	৭০
○	অধীনস্থদের প্রতি দায়িত্বশীলদের	......	৭১
○	মুখ ও লজ্জাস্থানের আচরণ	......	৭২
○	চির বিদায়ের পূর্বে	......	৭২
○	ঋণ পরিশোধে	......	৭৩
○	কবরস্থানের প্রতি	......	৭৪
○	কতিপয় নমুনা	......	৭৫

www.nagorikpathagar.org

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দু'টি কথা

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ -

আজ থেকে চৌদ্দশত বছর আগে প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আল্লাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন, আমি তোমাদের মাঝে দু'টি জিনিস রেখে গেলাম, যতদিন পর্যন্ত তোমরা এ দু'টি জিনিষের হুকুম মত চলবে ততদিন তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না। আর তা হল আল্লাহর কিতাব আল কুরআন ও আমার সুন্নাত- আল হাদীস।" সমাজ জীবনে আমাদের আচরণ কেমন হওয়া উচিত নিচের হাদীসটি তা স্পষ্টভাবে বলে দেয়-

হযরত আবু হুরায়রা (রা:) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, এক ব্যক্তি বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! অমুক মহিলা বেশী নামায পড়ে, রোজা রাখে এবং দান খয়রাত করার ব্যাপারে খ্যাতি লাভ করেছে। কিন্তু সে তার প্রতিবেশীকে নিজের মুখের দ্বারা কষ্ট দেয়। তিনি বললেন, সে জাহান্নামী। লোকটি বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! অমুক (অপর এক) মহিলা, যে কম করে রোজা রাখে, দান করে এবং নামায পড়ে বলে জনশ্রুতি আছে। তার দানের পরিমাণ হলো পনীরের টুকরা বিশেষ, কিন্তু সে নিজের মুখের দ্বারা তার প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয় না। তিনি বললেন : সে জান্নাতী। *(আহমদ ও বায়হাকী)*

আমরা আমাদের প্রিয় নবী (স:)-এর কথা ভুলে গেছি বলে পথ হারা হয়েছি। ফলে কোথায় কোন আইন মেনে চলতে হবে, কোথায় কেমন আচরণ করতে হবে, কোথায় কি কথা বলতে হবে- ইত্যাদি ব্যাপারে আমরা সঠিক ভূমিকা পালন করতে পারছি না। আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্ম এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ অন্ধকারে। দেশের

www.nagorikpathagar.org

শিক্ষা ব্যবস্থা ধর্মনিরপেক্ষতা ও জড়বাদের অন্ধকারে অন্ধকারাচ্ছন্ন। ইসলামের প্রজ্জ্বলিত আলো এর মধ্যে প্রবেশ করার সুযোগ পাচ্ছে না। ফলে দিন দিন আমাদের সোনার ছেলেমেয়েরা জাহেলিয়াতের হিংস্র কালো থাবায় ক্ষতবিক্ষত হচ্ছে। অন্ধকারে পথ হাতড়াতে গিয়ে কখনও আহত কখনও রক্তাক্ত হচ্ছে তাদের হাতগুলো। অন্য দিকে প্রচার জগতের ইলেকট্রনিক মিডিয়া কচি ও নিষ্পাপ অন্তরগুলোকে জাহেলিয়াতের ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দিচ্ছে। জীবনকে করে তুলছে অভিশপ্ত।

আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্মকে কুরআন হাদীসের অক্সিজেন দিয়ে এবং আমাদের মৃত প্রায় দেহগুলোকে জীবন্ত করার মানসে "ইসলামী আচরণ" পুস্তিকাটি লিখা হল। আমি সহ আমাদের সকলের মাঝেই ইসলামী আচরণ সৃষ্টি হোক এ কামনাই করি। পুস্তিকাটির অভিমত লিখে এবং এর প্রকাশনার ব্যাপারে উৎসাহ দিয়েছেন আন্তর্জাতিক মুফাস্সিরে কুরআন ও মাননীয় জাতীয় সংসদ সদস্য হযরত মাওলানা দেলাওয়ার হুসাইন সাঈদী। আল্লাহ পাক তাকে উভয় জগতে উত্তম পুরস্কার দান করুন– আমীন। পুস্তিকাটি আরো সুন্দর করার পরামর্শ পেলে উপকৃত হবো। দুনিয়ায় শান্তি প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে ও আখেরাতে নাজাতের কারণ হিসেবে পুস্তিকাটি সামান্য উপকারে আসলেও তা কামিয়াবী মনে করবো। আল্লাহ সুবহানাহু অ তায়ালার দরবারে আন্তরিকভাবে এটাই প্রার্থনা করি- আমীন।

অধ্যাপক মুজিবুর রহমান
প্রাক্তন এমপি
১৫-৮-৯৭ ইং

www.nagorikpathagar.org

দৃষ্টি আকর্ষণী

ইসলামী আচরণ বইটি আসলে নিজের আচরণ ঠিক করার জন্যই লিখা হয়েছে। আমার কি কি ভুল আছে তা বের করে কি ধরনের আচরণ কুরআন হাদীস চায় তার তালিকা বের করতে গিয়ে এই বইটি লিখা হয়েছে। বইটি লিখার পরে এখন কোন আচরণ ভুল হয়ে গেলে এবং সাথে সাথে ধরতে পারলে সংশোধন খুবই সহজ হয়। আবার কাজ করার মুহূর্তে মনে না পড়লেও কাজ শেষে যখন মনে পড়ে তখন সংশোধনের জন্য ব্রতী হওয়ার সুযোগ পাই। এভাবেই আচরণকে সুন্দর করে আল্লাহর সন্তুষ্টি পাবার চেষ্টা করছি। আমার সাথে সাথে আরো কিছু পাঠক-পাঠিকা ভাই-বোনেরা তাদের আচরণ সংশোধনের সুযোগ পেয়ে যাবেন। তাদের সংশোধনের পথ বলে দেয়াতে আমার কিছু উপকার হবে যেমন- একটি হাদীসে এসেছে- "মান দাল্লা আলা খাইরিন ফালাহু মিসলো আজরি ফায়েলেহী" কেউ যদি কাউকে কোন ভাল কাজের রাস্তা দেখায় তবে লোকটি কাজ করে যে সওয়াব পাবে পথ দেখানো ব্যক্তিকেও সমান পরিমাণে সওয়াব দেয়া হবে। "তাহলে আখেরাতে ও হাশরে কঠিন মসীবতের দিনে এটা একটা নাজাতের অসীলা হতে পারে- এ আশায়ই বইটি লিখা। আশা করি সকলে মিলে এপথে আমরা চলার চেষ্টা করব- আল্লাহ্ আমাদের সকলকেই তওফীক দিন- আমীন।

– লেখক

www.nagorikpathagar.org

অভিমত

ইসলাম গতানুগতিক ভাবে কোন ধর্মের নাম নয়। ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান।

যা তার অনুসারীকে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে পালন করতে হয়। অথচ আজকের মুসলিম সমাজের একটি বিরাট অংশ ইসলামী আচার আচরণকে ভুলে গিয়ে পাশ্চাত্যকে অনুকরণ করছে।

এক্ষেত্রে প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ সুলেখক ও প্রাক্তন সংসদীয় দলনেতা জনাব অধ্যাপক মুজিবুর রহমান মুসলিম নর-নারীর আচার-আচরণ কেমন হওয়া উচিৎ পবিত্র কুরআন-হাদীছ থেকে খুব সংক্ষিপ্ত আকারে 'ইসলামী আচরণ' নামক পুস্তিকাটিতে তুলে ধরেছেন।

লেখকের ভাষা সহজবোধ্য ও প্রাঞ্জল। আমি নিত্য প্রয়োজনীয় এ মূল্যবান পুস্তিকাটির বহুল প্রচার কামনা করছি।

মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী
সংসদ সদস্য
বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ
১৫-৮-৯৭ ইং

www.nagorikpathagar.org

মুখস্থ রাখার মত বিষয়

আল্লাহ তায়ালা কুরআন মাজিদে সূরা ত্বাহার ১২৪-১২৬ নং আয়াতে স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন–

وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِىْ فَاِنَّ لَه مَعِيْشَةً ضَنْكًا وَّنَحْشُرُه يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَعْمى ـ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِىْ اَعْمى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيْرًا ـ قَالَ كَذٰلِكَ اَتَتْكَ اٰيتُنَا فَنَسِيْتَهَا ج وَكَذٰلِكَ الْيَوْمَ تُنْسى ـ (طه : ١٢٤-١٢٦)

"আর যে ব্যক্তি আমার যিকর (কোরআন-হাদীসের নসিহত) থেকে বিমুখ হবে তার জন্য দুনিয়ায় হবে সংকীর্ণ জীবন, আর কিয়ামতের দিন আমরা তাকে অন্ধ করে উঠাব। সে বলবে হে রব দুনিয়ায় তো আমি দেখতে পেতাম, কেন আমাকে অন্ধ করে তুললে? আল্লাহ বলবেন হ্যাঁ এমনিভাবেই তো আমার আয়াতগুলো যখন তোমার নিকট এসেছিল তুমি তখন ভুলে গিয়েছিলে। ঠিক সেভাবে আজ তোমাকেও ভুলে যাওয়া হচ্ছে।"

(সূরা ত্বাহা ঃ ১২৪-১২৬)

مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيْبًا مِنْهَا ـ

যে ব্যক্তি নেক কাজের সুপারিশ করবে, সওয়াবে তারও অংশ থাকবে।

(সূরা নিসা- ৮৫)

হাদীস শরীফে এসেছে–

اِنَّ اَثْقَلَ شَيْءٍ يُوْضَعُ فِىْ مِيْزَانِ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خُلُقٌ حَسَنٌ ـ (ترمذى)

নিশ্চয়ই কিয়ামতের দিনে মোমিনের পাল্লায় সুন্দর আচরণ সবচেয়ে বেশী ভারী হবে। *(তিরমিযী)*

www.nagorikpathagar.org

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَتَدْرُوْنَ مَا الْمُفْلِسُ قَالُوْا اَلْمُفْلِسُ فِيْنَا مَنْ لاَ دِرْهَمَ لَهُ وَلاَ مَتَاعَ فَقَالَ اِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ اُمَّتِىْ مَنْ يَّاْتِىْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلٰوةٍ وَصِيَامٍ وَزَكٰوةٍ وَيَاْتِىْ قَدْ شَتَمَ هٰذَا وَقَذَفَ هٰذَا وَاَكَلَ مَالَ هٰذَا وَسَفَكَ دَمَ هٰذَا وَضَرَبَ هٰذَا فَيُعْطَى هٰذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهٰذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ فَاِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ اَنْ يُّقْضَى مَا عَلَيْهِ اُخِذَ مِنْ خَطَايَهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِى النَّارِ ـ (مسلم)

"আবু হুরায়রা (রা:) থেকে বর্ণিত হয়েছে : রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, "তোমরা কি জানো কাংগাল কে? লোকেরা বললো, আমাদের মধ্যে সেই কাংগাল যার টাকা পয়সা ও ধন-সম্পদ নেই। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন, আমার উম্মতের মধ্যে সে ব্যক্তিই প্রকৃত কাংগাল যে কিয়ামতের দিন সালাত, সওম এবং যাকাত সহ আল্লাহর দরবারে হাজির হবে এবং তারই সাথে সে দুনিয়াতে কাউকে গালি দিয়ে থাকবে, কাউকে মিথ্যা অপবাদ দিয়ে থাকবে, কারো মাল অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করে থাকবে, কাউকে হত্যা করে থাকবে, অথবা কাউকে অন্যায়ভাবে প্রহার করে থাকবে। ফলে এ সব মজলুমদের মধ্যে তার সব নেক আমলগুলো বণ্টন করে দেয়া হবে। এভাবে যদি মজলুমদের পাওনা পরিশোধের পূর্বে তার সকল নেক আমল শেষ হয়ে যায় তাহলে তাদের পাপসমূহ তার ভাগে ফেলে দিয়ে তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। *(মুসলিম)*

عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلاَثَةٌ مِنْ اَخْلاَقِ الاِيْمَانِ مَنْ اِذَا غَضِبَ لَمْ يُدْخِلْهُ غَضَبُهُ فِىْ بَاطِلٍ وَمَنْ اِذَا رَضِىَ لَمْ يُخْرِجْهُ رِضَاهُ مِنْ حَقٍّ وَمَنْ اِذَا قَدَرَ لَمْ يَتَعَاطَ مَا لَيْسَ لَهُ ـ

www.nagorikpathagar.org

আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, "তিনটি বস্তু মুমিনের চারিত্রিক গুণাবলীর অন্তর্ভুক্ত। একটি হলো, সে ক্রোধান্বিত হলে ক্রোধ তার দ্বারা কোন অবৈধ ও অন্যায় কাজ করাতে পারে না। দ্বিতীয় হলো, যখন সে খুশী হয় তখন খুশী তাকে হকের সীমা লংঘন করতে দেয় না। আর তৃতীয়টি হলো, অপরের জিনিস যার উপর তার কোন অধিকার নেই, ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তাতে হস্তক্ষেপ করেনা। *(তাবরানী*

لَيْسَ الشَّدِيْدُ بِالصُّرْعَةِ اِنَّمَا الشَّدِيْدُ الَّذِىْ يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ ـ (بخارى)

রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন, সে ব্যক্তি শক্তিশালী নয় যে শক্তিতে প্রতিপক্ষকে পরাজিত করতে পারে, প্রকৃত শক্তিশালী সেই ব্যক্তি যে ক্রোধের সময় নিজেকে সংযত রাখতে পারে। *(বুখারী, আবু হুরায়রা রাঃ)*

اِيَّاكُمْ وَالْحَسَدَ فَاِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَانَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ ـ (ابو داود، ابو هريرة)

তোমরা হিংসা থেকে বেঁচে থাক। কারণ আগুন যেমন কাঠকে খেয়ে ফেলে ঠিক তেমনি হিংসা নেকী খেয়ে ফেলে। *(আবু দাউদ)*

مَنْ اَذَى مُسْلِمًا فَقَدْ اَذَى اللّٰهَ ـ (طبرانى، انس بن مالك)

যে ব্যক্তি কোন মুসলমানকে কষ্ট দিলো, সে আল্লাহকেই কষ্ট দিল। *(তাবরানী)*

نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يُّرَوَّعَ الْمُؤْمِنُ اَوْ اَنْ يُؤْخَذَمَتَاعَهُ لاَ لَعِبًا وَلاَ جِدًا (عبد الرحمن، احمد)

রাসূলুল্লাহ (সঃ) কোন মুমিনকে ভয় দেখাতে এবং হাসি তামাসা করে অথবা বাস্তবিক পক্ষে তার কোন জিনিস (সামানা) নিয়ে যেতে নিষেধ করেছেন *(আহমদ)*

www.nagorikpathagar.org

وَاللّٰهُ فِىْ عَوْنِ عَبْدِهٖ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِىْ عَوْنِ اَخِيْهِ ـ

(مسلم وترمذى، ابو هريرة)

আল্লাহ ততক্ষণ তার বান্দাহর সাহায্য করতে থাকেন যতক্ষণ সেই বান্দাহ তার ভাইয়ের সাহায্যে লিপ্ত থাকে। *(মুসলিম)*

مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللّٰهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ـ (مسلم، ابو هريرة)

যে ব্যক্তি কোন মুমিনের দুনিয়াবী অসুবিধা দূর করলো আল্লাহ কিয়ামতের দিনে তার একটি অসুবিধা দূর করে দিবেন। *(মুসলিম)*

اِمْسَحْ رَأْسَ الْيَتِيْمِ وَاَطْعِمْ الْمِسْكِيْنَ ـ (احمد، ابوهريرة)

"ইয়াতীমের মাথায় হাত বুলাও এবং মিসকীনকে খেতে দাও।"

(আহমাদ আবু হুরায়রা রা:)

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِشْفَعُوْا فَلْتُؤْجَرُوْا ـ (متفق عليه)

রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন, লোকের জন্য সুপারিশ করো এবং সওয়াবে অংশ গ্রহণ করো। *(বুখারী ও মুসলিম)*

আব্দুল্লাহ বিন উমর (রাঃ) বলেন, একদা এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় কে? রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন ঃ

اَحَبُّ النَّاسِ اِلَى اللّٰهِ اَنْفَعُهُمْ ، اَحَبُّ الاَعْمَالِ اِلَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ سُرُوْرٌ تُدْخِلُهُ ، تَكْشِفُ عَنْهُ كُرْبَةً اَوْ تَقْضِىْ عَنْهُ دَيْنًا اَوْ تَطْرُدُ عَنْهُ جُوْعًا وَاَنْ تَمْشِىَ مَعَ اَخٍ فِىْ حَاجَةٍ اَحَبُّ اِلَىَّ مِنْ اَنْ اَعْتَكِفَ فِىْ هَذَا الْمَسْجِدِ شَهْرًا ـ

www.nagorikpathagar.org

লোকদের মাঝে আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় হচ্ছে সেই ব্যক্তি যে মানুষের উপকার করে। আর আমলের মধ্যে আল্লাহর কাছে অধিকতর প্রিয় হচ্ছে যে তুমি কোন মুসলমানের বিপদ মুসীবত দূর করবে অথবা তার দেনা পরিশোধ করে দেবে অথবা তার ক্ষুধা নিবারণ করে তাকে খুশী করবে। জেনে রেখো এ মসজিদে একমাস এতেকাফ করার চাইতে কোনো ভাইয়ের প্রয়োজন পূরণের জন্য তার সাথে চলা আমার কাছে বেশী প্রিয়। *(তাবরানী)*

اِنَّ اَحَدَكُمْ مِرْأَةَ اَخِيْهِ فَاِنْ رَاىَ بِهِ اَذًى فَلْيُمِتْ عَنْهُ ـ

(ترمذى، ابوهريرة)

তোমরা প্রত্যেকেই আপন ভাইয়ের আয়না স্বরূপ। সুতরাং কেউ যদি তার ভাইয়ের মধ্যে কোন খারাবী দেখে তো সে তা দূর করে দেবে।

(আবু হুরায়রা রা.)

هَلْ شَعَرْتَ اَنَّ الرَّجُلَ اِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ زَائِرًا اَخِيْهِ شَيَّعَهُ سَبْعُوْنَ اَلْفَ مَلَكٍ كُلُّهُمْ يُصَلُّوْنَ عَلَيْهِ ... (بيهقى، ابو رزين)

তুমি কি জানো কোন মুসলমান ব্যক্তি যখন তার ভাইয়ের সাথে দেখা করার জন্য ঘর থেকে বের হয় তখন তার পিছনে সত্তর হাজার ফেরেশতা দোয়া করতে থাকে....। *(বায়হাকী)*

اِنَّ الْمُسْلِمَ اِذَا عَادَ اَخَاهُ الْمُسْلِمَ لَمْ يَزَلْ فِىْ خُرْفَةِ الْجَنَّةِ حَتّٰى يَرْجِعَ ـ (مسلم ، شوبان)

যখন কোন মুসলমান তার রুগ্ন মুসলিম ভাইয়ের পরিচর্যার জন্য যায় এবং যতক্ষণ ফিরে না আসে ততক্ষণ সে জান্নাতের ফল আহরণ করতে থাকে। *(মুসলিম)*

রুগী দেখার সময় তার কপালে হাত রেখে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলতেন-

لاَ بَأْسَ عَلَيْكَ طَهُوْرٌ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ ـ

www.nagorikpathagar.org

চিন্তা নেই, আল্লাহ পাক ভাল করে দিবেন। *(বুখারী)*

اِنَّ لِلْمُسْلِمِ لَحَقًّا اِذَا رَاَهُ اَخُوْهُ اَنْ يَّتَزَحْزَحَ لَهُ - (بيهقى)

মুসলমানদের হক হচ্ছে তার ভাই যখন তাকে দেখবে তার জন্য সক্রিয় হয়ে উঠবে। *(বায়হাকী)*

لَيْسَ الْكَذَّابُ الَّذِىْ يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ وَيَقُوْلُ خَيْرًا فَيَبْنِىْ خَيْرًا اَوْ يَقُوْلُ خَيْرًا - (متفق عليه، ام كلثوم)

যে ব্যক্তি লোকদের মধ্যে আপোষ মিমাংশা করায়, ভালো কথা বলে এবং ভালো কথা পৌছিয়ে দেয় সে মিথ্যাবাদী নয়। *(বুখারী-মুসলিম)*

اِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ وَالْمَرْأَةُ بِطَاعَةِ اللّٰهِ سِتِّيْنَ سَنَةً ثُمَّ يَحْضُرُهُمَا الْمَوْتُ فَيُضَارَّانِ فِى الْوَصِيَّةِ فَتَجِبُ لَهُمَا النَّارُ-

"পুরুষ কিংবা স্ত্রী যেই হোক না কেন জীবনের ষাট বছরও যদি আল্লাহর আনুগত্য করে কাটায় কিন্তু মৃত্যু ঘনিয়ে এলে ওছিয়তের মাধ্যমে কারো হক নষ্ট করে তাহলে উভয়েরই দোযখে যাওয়া অবধারিত।" *(তিরমিযী)*

اَلْمُؤْمِنُ مَنْ اَمِنَهُ النَّاسُ عَلٰى دِمَائِهِمْ وَاَمْوَالِهِمْ - (ترمذى)

মুমিন হলো সেই ব্যক্তি যার থেকে লোকের জানমালের কোন আশঙ্কা থাকে না। *(তিরমিযী, নাসাঈ)*

اِذَاسَائَتْكَ سَيِّئَتُكَ وَسَرَّتْكَ حَسَنَتُكَ فَاَنْتَ مُؤْمِنٌ -(احمد)

যখন ভালো কাজে তোমার আনন্দ হবে এবং মন্দ কাজে অনুশোচনা হবে তখন তুমি ঈমানদার। *(মুসনাদে আহমাদ)*

اَكْمَلُ الْمُؤْمِنِيْنَ اِيْمَانًا اَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَاَلْطَفُهُمْ بِاَهْلِهِ -

(ابو داود، ترمذى)

www.nagorikpathagar.org

সেই পূর্ণাঙ্গ মোমেন যার চরিত্র সবচেয়ে উত্তম এবং যে তার পরিবার পরিজনের সাথে সর্বোত্তম আচরণ করে। *(আবু দাউদ ও তিরমিযী)*

مَنْ صَلَّى يُرَائِىْ فَقَدْ اَشْرَكَ وَمَنْ صَامَ يُرَائِىْ فَقَدْ اَشْرَكَ وَمَنْ تَصَدَّقَ يُرَائِىْ فَقَدْ اَشْرَكَ ـ (احمد)

যে ব্যক্তি লোক দেখানো নামায পড়ে সে শিরক করে। যে ব্যক্তি লোক দেখানো রোজা করে সে শিরক করে এবং যে লোক দেখানো দান খয়রাত করে সেও শিরক করে। *(মুসনাদে আহমাদ)*

اَلْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ ـ (ترمذى)

নিজের নফসের সাথে লড়াইকারী প্রকৃত মুজাহিদ *(তিরমিযী)*

وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللّٰهُ عَنْهُ ـ (بخارى)

যে আল্লাহর নিষিদ্ধ কাজগুলো ত্যাগ করে সে হলো আসল মুহাজির। *(বুখারী)*

لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ خَبٌّ وَلاَ بَخِيْلٌ وَلاَ مَنَّانٌ ـ (ترمذى)

ধোকাবাজ, কৃপণ ও দানের প্রচারকারী জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। *(তিরমিযী)*

لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ لَحْمٌ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ ـ (دارمى)

হারাম খাদ্য থেকে তৈরী গোশত বেহেশতে যাবে না। *(দারেমী)*

مَنْ بَاعَ عَيْنًا لَمْ يُنَبِّهْ لَمْ يَزَلْ فِىْ مَقْتِ اللّٰهِ وَلَمْ تَزَلِ الْمَلاَئِكَةُ تَلْعَنُهُ ـ (ابن ماجة)

www.nagorikpathagar.org

যে ব্যক্তি দোষযুক্ত জিনিস বিক্রি করে খরিদ্দারকে তার দোষের কথা জানিয়ে দেয় না তার উপর আল্লাহ ক্রুদ্ধ থাকেন ও ফেরেশতারা তাকে অভিসম্পাত দিতে থাকে। *(ইবনে মাজাহ)*

اَلاَ اُخْبِرُكُمْ بِاَفْضَلَ مِنْ دَرَجَةِ الصِّيَامِ وَالصَّدَقَةِ وَالصَّلٰوةِ؟ اِصْلاَحُ ذَاتِ الْبَيْنِ وَاِفْسَادُ ذَاتِ الْبَيْنِ هِىَ الْحَالِقَةُ ـ(ابو داود)

রোজা নামায দান খয়রাতের চেয়েও ভালো কাজ কি জানো? সেটা হলো পারস্পরিক বিরোধের নিষ্পত্তি করে দেয়া। আর পারস্পরিক সম্পর্ক নষ্ট করা এমন মারাত্মক কাজ যে তার দ্বারা সমস্ত নেক কাজ নষ্ট হয়ে যায়। *(আবু দাউদ)*

مَنْ اِحْتَكَرَ طَعَامًا اَرْبَعِيْنَ يَوْمًا ثُمَّ تَصَدَّقَ بِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ كَفَّارَةً ـ

খাদ্য দ্রব্য চল্লিশ দিন আটকিয়ে রাখার পর যদি কেউ তা দান করেও দেয় তবু আটকে রাখার গুনাহ মাফ হবে না। *(তোহফাতুল আহওয়াজী)*

❖ পিতা তার সন্তানকে উত্তম চরিত্র শিক্ষাদানের চেয়ে ভাল কিছু দিতে পারে না।

❖ অধীনস্থদের সাথে খারাপ আচরণকারীগণ বেহেশতে যাবে না।

❖ রাসূলুল্লাহ (সঃ) বালতির পানি দিয়ে মসজিদের একজনের পেশাব পরিষ্কার করে দিয়েছেন। এমন কি কষ্ট যাতে না হয় সে জন্য লোকটিকে পুরো পেশাব করতে দেয়া হয়েছে।

❖ একবার একদল ইহুদী রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর দরবারে এসে বললঃ আস-সামু আলাইকা- তোমার মরণ হোক। হযরত আয়েশা (রাঃ) বুঝে ফেলে জবাব দিলেন আলাইকুমুস সাম ওয়াল লা'নাতু- তোমার মরণ হোক ও লা'নত আসুক'। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন, আয়েশা, কথা নরম করে বল, যেমন আমি বলেছি। ওয়ালাইকুম' (তোমাদের উপরও)। *(বুখারী)*

www.nagorikpathagar.org

اِنَّ اَشَرَّ النَّاسِ مَنْ تَرَكَهُ النَّاسُ اَوْ وَدَعَهُ النَّاسُ اِتِّقَاءَ فُحْشِهِ - (بخارى)

সবচেয়ে নিকৃষ্ট লোক হলো সে যার অশ্লীল ও অশালীন কথাবার্তা থেকে বাঁচার জন্য মানুষ তাকে পরিত্যাগ করে। *(বুখারী)*

ঈমানকে পাহারা দিতে হবে

عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّى لَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَوٰةَ الصُّبْحِ عَلَى اِثْرِ سَمَاءٍ كَانَتْ مِنَ اللَّيْلِ فَلَمَّا انْصَرَفَ اَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ هَلْ تَدْرُوْنَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ؟ قَالُوْا اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ قَالَ : قَالَ اَصْبَحَ مِنْ عِبَادِىْ مُؤْمِنٌ بِىْ وَكَافِرٌ فَاَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللّٰهِ وَرَحْمَتِهِ فَذٰلِكَ مُؤْمِنٌ بِىْ كَافِرٌ بِالْكَوَاكِبِ وَاَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا فَذٰلِكَ كَافِرٌ بِىْ مُؤْمِنٌ بِالْكَوَاكِ - (متفق عليه)

যায়েদ বিন খালিদ (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন হুদায়বিয়াতে রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমাদের সাথে বৃষ্টির রাতে ফজরের নামাজ আদায় করলেন। যখন তিনি নামাজ শেষ করলেন তখন তিনি মানুষের দিকে মুখ করে ঘুরে বসলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন, "তোমরা কি জানো তোমাদের রব কি বলেছেন? তারা বললেন, 'আল্লাহ ও তার রাসূলই ভাল জানেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন, আল্লাহ বলেন আমার বান্দাহদের মধ্যে কিছু মুমেন হয়ে আছে আবার কেউ কাফের হয়ে গেছে। অতঃপর যারা বলেছে আল্লাহর

www.nagorikpathagar.org

ফজল ও রহমতে বৃষ্টি হয়েছে তারা আমার প্রতি ঈমানদার এবং তারকার প্রতি অবিশ্বাসী। অতঃপর যারা বলেছে অমুক অমুক তারকার কারণে বৃষ্টি হয়েছে তারা আমাকে অস্বীকার করেছে এবং তারকার প্রতি ঈমান এনেছে। *(বুখারী, মুসলিম)*

ঘটনাটি ছিল এই যে, একবার হুদাইবিয়ায় অবস্থানকালে রাতে বৃষ্টি হল। সকালে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ কাফের হয়ে গেছ। যারা নক্ষত্রের কারণে বৃষ্টি হল বলেছে তারা কুফরী করেছে আর যারা বলেছে আল্লাহ দিল বলে বৃষ্টি হয়েছে তারা মুমেন রয়ে গেছে।' আজও আমাদের দেশে মেলা'র কারণে হিন্দুদের রথের কারণে বৃষ্টির কথা বলে কুফরী করে থাকে। এগুলো পাহারা দিতে হবে। শিরক ও বেদআত থেকে মুক্ত থাকতে হবে।

আল্লাহর হক-এর প্রতি

- ❖ আল্লাহ সম্পর্কে সঠিক ঈমান রাখা
- ❖ আল্লাহ ছাড়া যা কিছু আছে তা সবই আল্লাহর সৃষ্টি তা বিশ্বাস করা
- ❖ ফেরেশতাদের উপর ঈমান আনা
- ❖ আল্লাহর নাযিলকৃত সকল কিতাবের উপর ঈমান আনা
- ❖ সমস্ত নবী ও রাসূলের উপর ঈমান আনা
- ❖ তাকদীরের উপর ঈমান আনা
- ❖ আখেরাতের উপর ঈমান আনা
- ❖ জান্নাত ও জাহান্নামের উপর ঈমান আনা
- ❖ আল্লাহকে সত্যিকার অর্থে ভালবাসা
- ❖ আল্লাহর জন্যই কাউকে ভালবাসা ও আল্লাহর জন্যই কারো সাথে দুষমনী রাখা।
- ❖ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ভালবাসা।
- ❖ একমাত্র আল্লাহকে খুশী করার জন্যই কাজ করা।

www.nagorikpathagar.org

- ভুল হলেই আল্লাহর কাছে তওবা করা
- আল্লাহর ভয় সব সময় অন্তরে রাখা
- আল্লাহর রহমতের আশা করা
- অন্যায় কাজ করতে লজ্জা করা
- সব সময় শোকর আদায় করা
- ওয়াদা অঙ্গীকার সব সময় রক্ষা করা
- সবর এর উপর সব সময় অটল থাকা
- মানুষের সাথে নম্র ব্যবহার করা
- জীব-জন্তুর প্রতি দয়া করা
- তাকদীরের উপর সন্তুষ্ট থাকা
- আল্লাহর উপর ভরসা করা
- নিজেকে ভাল ও বড় মনে না করা
- কারো সাথে মনোমালিন্য না রাখা
- হিংসা বিদ্বেষ বর্জন করা
- রাগ দমন করা (রাগের ঢোক গিলে খাওয়া)
- কারো অনিষ্ট চিন্তা না করা বরং হুসনে যন বা ভাল ধারণা রাখা
- দুনিয়ার সুখ সুবিধাকে আখেরাতের বিনিময়ে বিক্রি করা।

মুখ দিয়ে কাজের প্রতি

১. কালেমার ঘোষণা দেওয়া।
২. কুরআন শরীফ অর্থ বুঝে বুঝে তেলাওয়াত করা।
৩. দ্বীনী এলম শিক্ষা করা।
৪. দ্বীনী এলম মানুষকে শিখিয়ে দেয়া।
৫. একমাত্র আল্লাহর নিকটই চাওয়া (প্রার্থনা করা)।
৬. সর্বাবস্থায় আল্লাহর স্মরণ (জিকর) করা।
৭. অবৈধ সমালোচনা ও গীবত থেকে জবানকে বাঁচিয়ে রাখা।

www.nagorikpathagar.org

৮. আল্লাহ ছাড়া কারো নামে কসম না করা। কারণ যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া অন্যকিছুর কসম খায় সে শিরক করে। *(আহমদ)*

مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللّٰهِ فَقَدْ اَشْرَكَ - (احمد)

৯. সালামের জবাব দেয়া

১০. হাঁচির জবাবে ইয়ার হামোকাল্লাহ বলা।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দ্বারা কাজের প্রতি

১. তাহারাত হাসিল করা বা পাক থাকা

২. নামাজ কায়েম করা

৩. যাকাত আদায় ও চালু করা

৪. রোযা রাখা ও তা চালু করা

৫. হজ্জ করা (কাবা ঘর পর্যন্ত যাতায়াতের সামর্থ হলে)

৬. লাইলাতুল কাদার ও এতেকাফে অংশ নেয়া

৭. ঈমান ও দ্বীন প্রতিষ্ঠার খাতিরে প্রয়োজনে হিজরত করা

৮. মান্নত মানলে তা পূরণ করা

৯. শপথ ঠিক রাখা অথবা কছম ভঙ্গ হলে কাফফারা দেয়া- "দশজন মিসকিনকে খাবার অথবা কাপড় দেওয়া অথবা একজন দাস মুক্ত করা অথবা এগুলো না পারলে তিনটি রোযা রাখা।" *(মায়েদা- ৮৯)*

১০. ছতর ঢেকে রাখা (নামাজের ভিতরে ও বাইরে)

১১. কুরবানী করা

১২. মানুষ মরে গেলে তাকে কাফন-দাফন করা

১৩. ঋণ পরিশোধ করা (যে শহীদের সকল গুনাহ আল্লাহ মাফ করবেন তারও ঋণ মাফ হবে না)

১৪. হালাল ভাবে ব্যবসা করা- নাজায়েজ কারবার থেকে দূরে থাকা

১৫. সত্য সাক্ষ্য দেওয়া

www.nagorikpathagar.org

১৬. বিবাহ করা (নফসের চাহিদা পূরণ ও সৃষ্টির নিয়ম রক্ষার জন্য)
১৭. পরিবার বর্গের হক আদায় করা
১৮. পিতামাতার খেদমত করা ও তাদেরকে কষ্ট না দেওয়া
১৯. ছেলেমেয়ে লালন পালন করা
২০. আত্মীয় স্বজনদের হক আদায় করা
২১. ন্যায় বিচার করা (নিজের বিরুদ্ধে গেলেও)
২২. জামায়াতবদ্ধ জীবন যাপন করা
২৩. আমীরের আনুগত্য (পছন্দ অপছন্দ উভয় অবস্থায়ই) করা
২৪. ঝগড়া-বিবাদ মিটিয়ে ফেলা
২৫. ভাল কাজে সাহায্য করা ও গুনাহর কাজে সাহায্য না করা
২৬. আমর বিল মারূফ নাহি আনিল মুনকার-ন্যায়ের আদেশ অন্যায়ের প্রতিরোধ গড়ে তোলা
২৭. হদ কায়েম ও জারী করা (ইসলামী রাষ্ট্র গঠন করার মাধ্যমে)
২৮. দ্বীন কায়েমের জন্য জেহাদ করা
২৯. ইসলামী রাষ্ট্রে সীমান্ত রক্ষায় পাহারা দেয়া
৩০. আমানত অবিকলভাবে পৌঁছে দেয়া
৩১. অভাবগ্রস্তকে ধার দেয়া (প্রয়োজনে কর্জ মাফ দেয়া)
৩২. পাড়া প্রতিবেশীর হক আদায় করা
৩৩. মানুষের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করা ও জমিনের উপরে নম্রভাবে চলা
৩৪. আল্লাহর পথে মাল খরচ সহ অর্থের সদব্যবহার করা (অপচয় থেকে বেঁচে থাকা ও কৃপণতা না করা)
৩৫. গর্বের সাথে জমিনে চলাফেরা না করা
৩৬. কারো ক্ষতি না করা
৩৭. নাচ-গান, রং তামাশা কৌতুক থেকে দূরে থাকা
৩৮. রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক জিনিস (ঢিলা, ইট, কাঁটা) সরিয়ে দেয়া।

www.nagorikpathagar.org

মাতাপিতার প্রতি

আল্লাহ তায়ালা কুরআন মাজিদে স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন–

وَقَضٰى رَبُّكَ اَلاَّتَعْبُدُوْٓا اِلآَّ اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَآ اَوْ كِلاَهُمَا فَلاَتَقُلْ لَّهُمَآ اُفٍّ وَّلاَتَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيْمًا ۔ (بنى اسرائيل : ٢٣)

"তোমার রব ফয়সালা করেছেন যে তোমরা কারো ইবাদত (গোলামী) করবে না কেবল তাঁরই ইবাদত করবে এবং পিতামাতার সাথে ভাল ব্যবহার করবে। তোমাদের নিকট যদি তাদের কোন একজন অথবা উভয়ই বৃদ্ধাবস্থায় পৌছে তবে তাদেরকে 'উহ' পর্যন্ত বলবে না, তাদেরকে ভর্ৎসনা করবে না এবং তাদের সাথে মর্যাদা সহকারে কথা বলবে।" *(বানী ইসরাইল- ২৩)*

এখানে আল্লাহ তায়ালা মাতাপিতার প্রতি আদব ও সদ্ব্যবহার করাকে নিজের এবাদতের সাথে একত্রিত করে ফরজ করে দিয়েছেন। আবার সূরা লোকমানে আল্লাহর শোকর আদায় এর সাথে পিতামাতার হক আদায় করাকে একত্রিত করে অপরিহার্য করে দিয়েছেন। বুখারী শরীফে নামাজকে সময়মত পড়ার পরই পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহারকে আল্লাহর কাছে সর্বাধিক প্রিয় কাজ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। রাসূল (সঃ) বলেছেন পিতামাতার সন্তুষ্টিতে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও পিতামাতার অসন্তুষ্টিতে আল্লাহর অসন্তুষ্টি। ইবনে মাজার হাদীসে বলা হয়েছে- তোমার পিতামাতা তোমার জান্নাত অথবা জাহান্নাম। বায়হাকীর এক হাদীসে বলা হয়েছে পিতামাতা সন্তানের প্রতি যদি জুলুমও করে তবু পিতামাতার প্রতি অবাধ্যতার কারণে সন্তান জাহান্নামে যাবে। এর অর্থ হল পিতামাতার কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণের অধিকার সন্তানের নেই। তারা জুলুম করলেও সন্তান সেবাযত্ন ও আনুগত্যের হাত গুটিয়ে নিতে পারে না।

বায়হাকীর একটি হাদীসে আছে- সেবাযত্নকারী পুত্র পিতামাতার দিকে দয়া ও ভালবাসা সহকারে যদি দৃষ্টিপাত করে তবে তার প্রত্যেক দৃষ্টির বিনিময়ে সে একটি মকবুল হজ্জের সওয়াব পায়।

www.nagorikpathagar.org

قَالَ وَإِنْ نَظَرَ كُلَّ يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ ، قَالَ نَعَمْ -

দিনে যদি সে একশ' বার দৃষ্টিপাত করে তবে একশ'টি মকবুল হজ্জের সওয়াব পেতে থাকবে। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহর ভাণ্ডারে কোন অভাব নেই। বায়হাকীর আর একটি হাদিসে জানা যায়- পিতামাতার হক নষ্ট করা ও তাদের অবাধ্য আচরণ করা গুনাহ্-এর শাস্তি পরকালের পূর্বে ইহকালেও দেয়া হবে।

পিতামাতার আনুগত্য অবৈধ ও নাফরমান কাজে জায়েজ নয়। কাফের পিতামাতাকেও দুনিয়াতে সদ্ভাব বজায় রাখা ও আদর আপ্যায়ন করা জরুরী। তাদের সাথে মারুফ আচরণ করার নির্দেশ দিয়ে আদর আপ্যায়নমূলক ব্যবহার বুঝানো হয়েছে।

জিহাদ ফরজে কিফায়া অবস্থায় হলে পিতামাতার অনুমতি নিয়ে যেতে হবে। এক ব্যক্তি জিহাদের ময়দানে যোগদানের জন্য বাড়ী থেকে এসে বলল আমি পিতামাতাকে ক্রন্দনরত অবস্থায় ছেড়ে এসেছি। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন, "যাও, তাদের হাসাও, যেমন কাঁদিয়েছো"।

সহীহ বুখারীতে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "পিতার সাথে সদ্ব্যবহার এই যে তাঁর মৃত্যুর পর তার বন্ধুদের সাথেও সদ্ব্যবহার করতে হবে। অন্য হাদিসে এসেছে পিতামাতার ইন্তেকালের পর তাদের জন্য দোয়া ও ইস্তেগফার করা, তাদের কোন অঙ্গীকার অপূরণ থাকলে তা পূরণ করা, তাদের বন্ধু বান্ধবদের সাথে ভাল ও সম্মানজনক আচরণ করা তাঁদের আত্মীয়দের সাথে আত্মীয়তা বজায় রাখা- পিতামাতার এসব হক তাদের মৃত্যুর পর সন্তানের জিম্মায় অবশিষ্ট রয়েছে।

রাসূলুল্লাহ (সঃ) হযরত খাদিজার (রাঃ) মৃত্যুর পর তাঁর বান্ধবীদের কাছে উপঢৌকন পাঠিয়ে তার হক আদায় করতেন। পিতামাতার সেবাযত্ন ও আনুগত্য করা সর্বাবস্থায় ও সব বয়সেই ওয়াজিব।

www.nagorikpathagar.org

বার্ধক্যে উপনীত পিতামাতার প্রতি

বার্ধক্য অবস্থায় পিতামাতা সন্তানের উপর সবচেয়ে বেশী সেবাযত্নের মুখাপেক্ষী হয়ে পড়ে। তাদের জীবন সন্তানের দয়ামায়া ও কৃপার উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। এখন যদি সন্তানের পক্ষ থেকে সামান্যতম বিমুখতা প্রকাশ পায় তবে তা পিতামাতার অন্তরে ক্ষত হয়ে দেখা দেয়। বার্ধক্যের কারণে মানুষের মন তখন স্বভাবগতভাবে খিটমিটে হয়ে যায়। বার্ধক্যের শেষপ্রান্তে এসে বুদ্ধি বিবেচনাও অকেজো হয়ে যায়। এ অবস্থায় তাদের দাবী-দাওয়া, কামনা-বাসনা পূরণ করাও সন্তানের পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ে।

এখানে এসেই আল কোরআন মানুষকে তার শৈশবের স্মরণ করিয়ে বলে আজ পিতামাতা তোমার যতটুকু মুখাপেক্ষী শিশুকালে তুমি তার চেয়েও বেশী তাদের মুখাপেক্ষী ছিলে। তখন তারা যেমন তাদের আরাম আয়েশ কামনা বাসনা তোমার জন্য কুরবানী করেছিলেন এবং তোমার অবুঝ কথাবার্তাকে স্নেহমমতা দিয়ে ঢেকে নিয়েছিলেন তেমনি আজ তোমার প্রতি তাদের মুখাপেক্ষিতা তোমার জন্য তাদের পূর্ব ঋণ শোধ করার মুহূর্ত।

رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَارَبَّيٰنِىْ صَغِيْرًا۔

দোয়াটির كَمَارَبَّيٰنِىْ صَغِيْرًا۔ 'কামা রব্বা ইয়ানী সাগিরা' অংশটি সে কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়।

শুয়াবুল ঈমান গ্রন্থে বলা হয়েছে যে ব্যক্তি আল্লাহর আদেশে পিতামাতার অধিকার পূরণ করে প্রভাতে কাজ শুরু করে তার জন্য বেহেস্তের দুটো দরজাই খুলে যায়।

আল্লাহ তায়ালা বলেন–

فَلاَ تَقُلْ لَّهُمَا اُفٍّ وَّلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيْمًا ـ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَارَبَّيٰنِىْ صَغِيْرًا ـ (بنى اسرائيل : ٢٣-٢٤)

"তাদেরকে 'উহ' শব্দটিও বলনা, তাদেরকে ধমক দিও না, তাদেরকে শিষ্টাচার পূর্ণ কথা বল এবং বিনয় ও নম্রতা সহ তাদের সামনে নত হয়ে

www.nagorikpathagar.org

থাকবে এবং বলবে 'হে আল্লাহ! এদের প্রতি রহম কর যেমন করে বাল্যকালে তারা আমাকে লালন পালন করেছেন।" *(বানী ইসরাইল- ২৪)*
সূরা আন নমল এর ১৯ আয়াতে পিতামতার জন্য দোয়া শিক্ষা দেয়া হয়েছে–

رَبِّ اَوْزِعْنِىْ اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِىْ اَنْعَمْتَ عَلَىَّ وَعَلٰى وَالِدَىَّ وَاَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَاَدْخِلْنِىْ بِرَحْمَتِكَ فِىْ عِبَادِكَ الصَّالِحِيْنَ - (النمل : ١٩)

"হে আমার রব, আমাকে নিয়ন্ত্রণ করে রাখ, তুমি আমার ও আমার পিতা-মাতার প্রতি যে নিয়ামত দিয়েছ আমি যেন তার শোকর আদায় করি এবং এমন নেক আমল করি, যা তোমার পছন্দ হবে, আর আমাকে তোমার রহমত দ্বারা তোমার নেক বান্দাহদের অন্তর্ভুক্ত কর।"

সূরা আহক্বাফ এর ১৫ আয়াতে বলা হয়েছে–

رَبِّ اَوْزِعْنِىْ اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِىْ اَنْعَمْتَ عَلَىَّ وَعَلٰى وَالِدَىَّ وَاَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَاَصْلِحْ لِىْ فِىْ ذُرِّيَّتِىْ اِنِّىْ تُبْتُ اِلَيْكَ وَاِنِّىْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ - (الاحقاف : ١٥)

"হে আমার রব, আমাকে তাওফীক দাও, আমি যেন তোমার সেইসব নিয়ামতের শোকর আদায় করি, যা তুমি আমাকে ও আমার পিতা-মাতাকে দান করেছ এবং এমন নেক আমল করতে পারি যাতে তুমি সন্তুষ্ট হবে, আর আমার সন্তানদেরকেও নেক বানিয়ে আমাকে সুখ শান্তি দাও, আমি তোমার কাছে তওবা করছি এবং আমি অনুগত মুসলিম বান্দাহদের মধ্যে শামিল আছি।"

অতএব শুধু পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের শেষেই নয়, বরং সব সময় যখনই পিতা-মাতার কথা মনে পড়বে তখন তাদের জন্য উপরে বর্ণিত দোয়া করার চেষ্টা করতে হবে।

www.nagorikpathagar.org

১. "অলা তাকুল্লাহুমা উফফেও'- বৃদ্ধ পিতামাতাকে উহ্ ও বলবে না। পিতামাতার প্রতি কোন প্রকার বিরক্তি প্রকাশ করা চলবে না। তাদের কথা শুনে বিরক্তি বোধক দীর্ঘশ্বাস ছাড়াও চলবে না। এক কথায় বলা যায়, যে কথায় পিতামাতার সামান্যতম কষ্ট হয় এমন ধরনের কথা বলাও নিষেধ।

২. "অলা তানহারহুমা" অর্থাৎ তাদেরকে ধমক দিও না। নহর শব্দের অর্থ ধমক দেয়া। ধমকজাতীয় কোন শব্দ পিতামাতার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না। ধমক দেয়া যে কত বড় কষ্টের কারণ তা প্রত্যেকের জানা আছে।

৩. 'অকুল লাহুমা কাওলান কারিমা'- তাদেরকে শিষ্টাচারপূর্ণ সম্মানজনকভাবে কথা বল। এখানে পিতামাতার সাথে কথা বলার আদব শিক্ষা দেয়া হয়েছে। তাদের সাথে সম্প্রীতি ও ভালবাসার সাথে নম্র স্বরে কথা বলতে হবে। কখনও তাদেরকে গালি দিবে না। অন্যের পিতামাতাকে গালি দিলে নিজের পিতামাতাকে গালি দেয়া হয়। *(বুখারী)*

৪. 'অখফিজ লাহুমা জান্নাহাজ জুল্লে মিনার রাহমাতে'- অর্থাৎ তাদের সামনে ভালবাসার সাথে নম্রভাবে মাথানত করে দাও। এর সারমর্ম হল তাদের সামনে নিজেকে অক্ষম ও হেয় করে পেশ কর যেমন গোলাম নিজেকে প্রভুর সামনে পেশ করে। পিতামাতার সামনে নিজ নিজ 'জানাহ' বা পাখা নম্রতা সহকারে নত করে দিবে।

নিছক লোক দেখানোর জন্য নয়, আন্তরিক মমতা ও সম্মানের ভিত্তিতে ব্যবহার করতে হবে যা মহব্বত ও অনুকম্পার কারণে হয়।

৫. 'অকুর রব্বির হামহুমা"- বল হে রব, তাদের উভয়ের প্রতি রহম কর। পিতামাতার ষোল আনা সুখ আনতে চাইলেও মানুষের পক্ষে তা আনা সম্ভব নয়। তাই সাধ্যানুযায়ী চেষ্টার সাথে সাথে তাদের জন্য আল্লাহ তায়ালার কাছে দোয়া করবে আল্লাহ যেন মেহেরবানী করে তাদের সব মুশকিল আসান করে দেন এবং কষ্ট দূর করেন। আল্লাহ তায়ালার

www.nagorikpathagar.org

সর্বশেষ আদেশটি অত্যন্ত ব্যাপক ও বিস্তৃত। পিতামাতার মৃত্যুর পরও দোয়ার মাধ্যমে সর্বদা তাদের খেদমত করা যায়।

৬. আল্লাহ তায়ালা সমস্ত আমলের ফলাফল কিয়ামত পর্যন্ত ঝুলিয়ে রাখলেও মাতাপিতার অবাধ্যতার ফলাফল তাড়াতাড়ি প্রদান করেন। পার্থিব জীবনেই তার শাস্তি বিধান করা হয়- *(হাকিম)*

৭. যে ব্যক্তি তার পিতামাতার কল্যাণ সাধন করে আল্লাহ তার হায়াত বৃদ্ধি করেন। পিতামাতার কল্যাণ সাধন অর্থ হচ্ছে- তাদের অসমর্থ ও মুখাপেক্ষী হওয়ার সময় তাদের জীবন ধারণের জন্য ব্যয় করা।

৮. এক ব্যক্তি এসে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার পিতা আমার সম্পদ উপভোগের মুখাপেক্ষী। তিনি বললেন- اَنْتَ وَمَالُكَ لاَبِيْكَ -

"তুমি ও তোমার সম্পদ উভয়ই তোমার পিতার"

৯. পিতা মাতার অবাধ্য অবস্থায় জিহাদ করে শহীদ হলে তার স্থান হবে জাহান্নাম ও জান্নাতের মধ্যবর্তী স্থান 'আরাফে'। জিহাদে নিহত হবার কারণে জাহান্নামে প্রবেশ করবেনা, আবার পিতামাতার অবাধ্য হবার কারণে জান্নাতেও যেতে পারবেনা। আল্লাহই তাদের ব্যাপারে চূড়ান্ত ফয়সালা করবেন। *(ইবনে মাজা)*

১০. আবু দারদা (রাঃ)-এর কাছে এসে এক লোক বলল- আমি এক নারীকে বিয়ে করেছি, যাকে আম্মা তালাক দিতে বলেন। আবু দারদা (রাঃ) বলেন- আমি রাসূল (সাঃ)কে বলতে শুনেছি "তিন ব্যক্তির দোয়া নিঃসন্দেহে কবুল হয়ে থাকে- (১) মজলুম ব্যক্তির (২) মুসাফির ব্যক্তির (৩) সন্তানের জন্য পিতা মাতার।

১১. মুসা (আঃ)কে ওহী করা হয়েছিল যে, পিতা মাতার খেদমতগার সন্তানের হায়াত বাড়ানো হয় এবং তাকেও সুসন্তান দেয়া হয়। অবাধ্য সন্তানের হায়াত কমানো হয় এবং তাকে কুসন্তান দেয়া হয়। যে তার অবাধ্য থাকে ও কষ্ট দেয়।'

১২. হযরত (সাঃ) বলেন- মিরাজে দেখলাম কিছু লোককে জাহান্নামের খুঁটিতে লটকানো আছে- এরা পিতা মাতাকে দুনিয়ায় গালি দিত।

www.nagorikpathagar.org

১৩. মাতাপিতার অবাধ্য ব্যক্তিকে কবর এমনভাবে চাপ দেয় যে, তার হাড়গুলো একদিক থেকে অপর দিকে উলট পালট হয়ে যায়।

'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একবার জিজ্ঞেস করা হয়েছিল আল্লাহ তায়ালার হক এর পরে কার হক আদায় করতে হবে? জবাবে তিনি বলেছিলেন তোমার মায়ের। আবার জিজ্ঞেস করা হয়েছিল তারপর কার হক? তিনি বলেছিলেন তোমার মায়ের। অতপর আবার জিজ্ঞেস করা হয়েছিল তারপর কার হক? জবাবে তিনি আবারো বলেছিলেন তোমার মায়ের। এরপর জিজ্ঞেস করা হল অতপর কার হক? এবার তিনি জবাব দিলেন তোমার পিতার।' উপরোক্ত বর্ণনা থেকে জানা যায় মায়ের হক তিনগুণ বেশী। আল কুরআনের ঘোষণা অনুযায়ী কষ্টের পর কষ্ট স্বীকার করে দশমাস পেটে ধারণ করে, বুকের দুধ পান করিয়ে পেশাব পায়খানা টেনে সন্তানকে মানুষ করে যে মা আমাদের বড় করেছেন তার ঋণ শোধ করা দুঃসাধ্য ও অসম্ভব। এ জন্যেই বলা হয়েছে 'আল জান্নাতো তাহতা আকদামিল উম্মেহাত'- মায়ের পায়ের নীচে সন্তানের জান্নাত'। শরীরের সমস্ত রক্ত পানি করে পরিশ্রম করেও যে মা-বাপের ঋণ শোধ করা যায় না- হে আল্লাহ চোখের পানিতে হাবুডুবু খেয়ে বলছি- তুমি তাদের প্রতি রহম করো... আমীন॥

ইবনে মাজার হাদীসে এসেছে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন-

هُمَا جَنَّتُكَ وَنَارُكَ -

"পিতামাতা তোমার জন্য জান্নাত অথবা জাহান্নাম।"

মুসলিম শরীফের হাদীসে এসেছে-

مَنْ اَدْرَكَ وَالِدَيْهِ عِنْدَ الْكِبَرِ اَحَدَهُمَا اَوْ كِلاَهُمَا ثُمَّ لَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ -

"যে ব্যক্তি বৃদ্ধ অবস্থায় পিতামাতার একজনকে অথবা দু'জনকেই পেল অথচ জান্নাতে যেতে পারল না, তার চেয়ে কপাল পোড়া আর কেউ নেই।

www.nagorikpathagar.org

স্ত্রীর প্রতি

সূরা রা'দ এর ২২ ও ২৩ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন-

وَالَّذِيْنَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْفَقُوْا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلاَنِيَةً وَيَدْرَءُوْنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ اُوْلٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ - جَنّٰتُ عَدْنٍ يَّدْخُلُوْنَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ اٰبَائِهِمْ وَاَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيّٰتِهِمْ وَالْمَلاَئِكَةُ يَدْخُلُوْنَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ - (الرعد : ٢٢-٢٣)

"যারা তাদের রবের সন্তুষ্টির জন্য সবর করে, নামাজ কায়েম করে, আর আমি যা দিয়েছি তা থেকে তারা গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে এবং খারাপের মোকাবিলা ভাল দিয়ে করে তাদের জন্য রয়েছে পরকালের বাড়ী। তা হচ্ছে বসবাস করার বাগান, তাতে তারা প্রবেশ করবে এবং তাদের সৎকর্মশীল বাপ-দাদা, স্বামী-স্ত্রী ও সন্তানেরা প্রবেশ করবে আর ফেরেশতারা প্রত্যেক দরজা দিয়ে সালাম করতে আসবে।"

সূরা মুমেন (গাফের) এর ৮ নং আয়াতে বলা হচ্ছে ফেরেশতারা দোয়া করবে

رَبَّنَا وَاَدْخِلْهُمْ جَنّٰتِ عَدْنِ الَّتِيْ وَعَدْتَّهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ اٰبَائِهِمْ وَذُرِّيّٰتِهِمْ ج اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ -(المؤمن : ٨)

"হে আমাদের রব, তাদেরকে দাখিল করুন তাদের চিরকাল বসবাসের জান্নাতে যার ওয়াদা আপনি তাদেরকে দিয়েছেন এবং তাদের বাপ-দাদা, পতি-পত্নী ও সন্তানদের মধ্যে যারা সৎকর্মশীল তাদেরকে, নিশ্চয়ই আপনি পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়।" জীবনের সাথী ও অর্ধাংগিনী হিসেবে স্বামী স্ত্রী পরস্পরের জন্য পোশাক। তাই খেয়াল রাখতে হবে-

১. স্বামী স্ত্রীকে সালাম দিবে, স্ত্রী স্বামীকে সালাম দিবে।

২. স্বামী নিজে যা খাবে ও পরবে স্ত্রীকেও তেমনি খাওয়াবে ও পরাবে। তাকে খারাপ ভাষায় গালি দিবে না এবং স্ত্রীর উপর অসন্তুষ্ট হয়ে বাড়ীর বাইরে রাত কাটাবে না। *(আবু দাউদ)*

www.nagorikpathagar.org

৩. স্ত্রী সমাজ বাম পাজরের বাঁকা হাড়ের তৈরী বিধায় সেই অবস্থায় ফায়দা নিতে হবে। সম্পূর্ণ সোজা করতে গেলে ভেঙ্গে যাবে। *(বুখারী, মুসলিম)*

৪. পূর্ণ ঈমানদার তার স্ত্রীকে ভালবাসে ও তার প্রতি সদয়। *(তিরমিযী)*

৫. স্বামীর উচিৎ তার স্ত্রীর ভাল গুণগুলো দেখা এবং খারাপ গুণগুলো এড়িয়ে যাওয়া। কেননা তার একটি গুণ খারাপ হলেও অন্যটি ভাল। *(মুসলিম)*

৬. সামর্থবান স্বামী তার স্ত্রী ও সন্তানদের ভরণপোষণে কৃপণতা করলে স্বামীর সম্পদ হতে অগোচরে স্ত্রী প্রয়োজন মত খরচ করতে পারবে। *(বুখারী মুসলিম)*

৭. স্বামী ফরজ মনে করে স্ত্রী-সন্তানদের জন্য খরচ করলে তাতে বেশী নেকী। *(তাবরানী)*

৮. স্ত্রী-সন্তানদের জন্য খরচের নেকী কিয়ামতের দিনে প্রথমে পাল্লায় উঠবে। স্ত্রীকে পানি পান করিয়ে থাকলে তারও নেকী সে পাবে। *(তাবরানী)*

৯. যে স্ত্রী স্বামীর কাছে প্রয়োজনের অধিক চায় না বরং অল্প খরচেই সন্তুষ্ট থাকে সেই উত্তম। *(ইবনে মাজা)*

১০. আল্লাহর এবাদত (হুকুম পালন) করার ব্যাপারে স্বামী-স্ত্রী পরস্পরকে সাহায্য করবে। *(নাসাঈ)*

১১. স্ত্রীর সন্তুষ্টির জন্য স্বামী যেন কোন হালাল বস্তুকে হারাম না করে। *(সূরা তাহরীম)*

১২. চুক্তির মধ্যে সেই চুক্তি পূরণ করা বেশি জরুরী যার মাধ্যমে তোমরা স্ত্রীর আবরুর মালিক হও। *(বুখারী, মুসলিম)*

আত্মীয়দের প্রতি

১. আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী জান্নাতে যাবে না।

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعُ رَحِمٍ -

www.nagorikpathagar.org

২. আত্মীয় যদি অসহায় ও গরীব হয় আর তাদেরকে বাদ দিয়ে অন্যদের দান খয়রাত করা হয় তবে তা কবুল হবে না এবং আল্লাহ তার দিকে তাকিয়েও দেখবেন না। আত্মীয়দের দিয়ে দান খয়রাত শুরু করা উচিৎ।

৩. সালাম দিয়ে হলেও আত্মীয়তা রক্ষা কর- *তাবরানী*

صِلُوْا اَرْحَامَكُمْ وَلَوْ بِالسَّلَامِ -

লোক দেখানো কাজে

১. তোমরা ছোট শিরক থেকে বেঁচে থাকবে। আর ছোট শিরক হচ্ছে রিয়া (লোক দেখানো কাজ)।

২. লোক দেখানো আমলগুলোকে আল্লাহ তায়ালা বিক্ষিপ্ত ধূলিকণায় পরিণত করবেন (হাবাআম মানছুরা)। *(কুরআন ২৫-২৩)*

৩. রিয়াকারীকে কিয়ামতে চারটি নামে জনগণের সামনে ডাকা হবে-
১. রিয়াকার ২. বিশ্বাসঘাতক ৩. অপরাধী ৪. ক্ষতিগ্রস্ত।

খাওয়ার সময়ে

হালাল জিনিস পেটে যাচ্ছে কিনা তা পাহারা দিতে হবে। কোন অবস্থায়ই হারাম জিনিস খাবে না। হারাম খাদ্যে বর্ধিত রক্ত মাংসটুকু জাহান্নামের উপযোগী।

খাবার খেয়ে যে রক্ত ও শক্তি হবে তা দিয়ে আল্লাহর এবাদতের (আইন মেনে চলার) নিয়াত করতে হবে। নিম্নের বিষয়গুলো মনে রাখতে হবে ঃ-

১. খাবার পূর্বে ও পরে হাত ধুয়ে ও কুলি করে নিতে হবে।

২. ডান হাত দিয়ে খেতে হবে।

৩. এক সাথে খেতে বসলে কাছের খাবার টেনে খেতে হবে। ভিন্ন আইটেম থাকলে দূর থেকে টেনে নেয়া যাবে।

৪. খাওয়ার পূর্বে অপরকে অগ্রাধিকার দিতে হবে- সংখ্যায় বেশী লোক থাকলে অপরকে অগ্রাধিকার দিয়ে আগে খাওয়ানোর ব্যবস্থা করতে হবে।

www.nagorikpathagar.org

৫. দস্তর খান বিছিয়ে খানা খাওয়া সুন্নত।

৬. বিসমিল্লাহ বলে খানা খেতে হবে। খাবার সময় বিসমিল্লাহ বলতে ভুলে গেলে স্মরণ হওয়া মাত্র "বিসমিল্লাহি আওয়ালুহু অ আখেরাহু' (অর্থাৎ প্রথমে ও শেষে বিসমিল্লাহ) বলতে হবে।

৭. বসে খানা খাওয়া সুন্নাত। দাঁড়িয়ে খাওয়া নিষেধ, শুধুমাত্র ওজু ও জমজমের পানি দাঁড়িয়ে খাওয়া যাবে।

৮. প্লেট ও আঙ্গুল ভাল করে চেটে খেতে হবে- শয়তান যাতে কোথাও শরীক হতে না পারে।

৯. লোকমা ছোট করে ও উত্তমরূপে চিবিয়ে খেতে হবে। খাবার পড়ে গেলে তা উঠিয়ে পরিষ্কার করে খেতে হবে।

১০. খাদ্যের দোষ বর্ণনা করা, খাদ্যে ফুঁ দেয়া, জুতা পরে খাবার খাওয়া, দাঁড়িয়ে পানাহার করা, অত্যধিক গরম খাওয়া, ঠেস লাগিয়ে খাওয়া, অন্যের পাত্রের দিকে তাকিয়ে থাকা নিষেধ।

১১. খাবার শেষে–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ اَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مِنَ الْمُسْلِمِیْنَ -

"আলহামদু লিল্লাহিল্লাজি- আতআমানা আসাকানা অজাআলানা মিনাল মুসলেমিন- বলা অর্থাৎ সেই আল্লাহর জন্যই প্রশংসা যিনি আমাদেরকে খাওয়ালেন পান করালেন এবং আমাদেরকে মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত করলেন।

১২. খাবার শেষে খিলাল করা দাঁতের জন্য উপকারী।

১৩. ডান হাতে ধরে তিন নিঃশ্বাসে পানি পান করতে হবে।

১৪. পান করার পর اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْهِ وَاَطْعِمْنَا خَيْرًا مِّنْهُ - 'আল্লাহুম্মা বারেকলানা ফিহে অতয়ীমনা খাইরাম মিনহু (হে আল্লাহ এর মধ্যে বরকত দাও এবং যা খেলাম তার চেয়ে ভাল খাওয়াও) এবং দুধ পানের পর শুধু 'খাইরাম মিনহু' এর স্থলে 'অজিদনা মিনহু' (অর্থাৎ আরো বৃদ্ধি করে দাও- যেহেতু দুধের চেয়ে উত্তম খানা নেই) বলতে হবে।

www.nagorikpathagar.org

১৫. সবচেয়ে বয়স্ক ও আলেম ব্যক্তি দিয়ে খানা শুরু করানো এবং নিজে সবার শেষে খানা খেয়ে উঠা সুন্নাত।

১৬. পেটকে তিনভাগ করে এক ভাগ খাদ্য দ্বারা, এক ভাগ পানি দ্বারা, এক ভাগ বাতাস দ্বারা ভর্তি করতে হবে।

১৭. রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন,

اَقْصِرْ مِنْ جُشَائِكَ فَاِنَّ اَطْوَلَ النَّاسِ جُوْعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَطْوَلُهُمْ شِبَعًا فِى الدُّنْيَا - (ترمذى - شرح السنة)

"তোমরা ঢেকুর কম কর। কেননা কিয়ামতের দিন সেই ব্যক্তি বেশী ক্ষুধার্ত হবে যে দুনিয়াতে খুব বেশী পরিতৃপ্ত হয়েছে। *(সরহে সুন্নাহ, তিরমিযী)*

পায়খানা পেশাবের সময়ে

পবিত্রতা ঈমানের অঙ্গ। পেশাব পায়খানা থেকে পবিত্রতা অর্জনের জন্য সতর্ক থাকতে হবে। পবিত্র না থাকলে ইবাদত কবুল হয় না। এমনকি অপবিত্রতার কারণে কবরের আজাব দেয়ার কথাও হাদিসে জানা যায়। এ জন্য এ কাজগুলো খেয়াল রাখতে হবে ঃ

১. পেশাব পায়খানার সময় কেবলার দিকে মুখ বা পিঠ করে বসা নিষেধ।

২. ডান হাতে এস্তেঞ্জা অর্থাৎ ঢিলা, টয়লেট পেপার বা পানি ব্যবহার করা নিষেধ।

৩. শুকনা গোবর, হাড় এবং কয়লা দ্বারা এস্তেঞ্জা করা নিষেধ। কারণ এগুলো জ্বিনদের খাবার।

৪. রাস্তায়, চলার পথে, বসার জায়গায়, ছায়ায়, গোসল করার পানি যে স্থানে পড়ে সেখানে এবং বদ্ধ পানিতে পেশাব করা নিষেধ। সেখানে পেশাব করলে অভিশাপ বর্ষিত হয়।

৫. দাঁড়িয়ে পেশাব করা ও সে অবস্থায় কথাবার্তা বলা নিষেধ। এমনকি পেশাব পায়খানার সময় সালামের জবাব দেওয়াও নিষেধ।

৬. পেশাব পায়খানার প্রয়োজন সেরে নামাজ পড়তে হবে।

www.nagorikpathagar.org

গোসলের সময়ে

নিজের কাজ নিজে করা সুন্নাত। গোসলের শেষে নিজের পরনের কাপড় নিজেই ধুয়ে শুকাতে দিবে। নিজের ভিজা কাপড় ফেলে রাখবে না- বরং নিজের কাপড়ের সাথে পিতামাতার কাপড়গুলো নিজে কেঁচে দেবার চেষ্টা করতে হবে। গোসলের আগে ওজু করে নিতে হবে।

গোসল যদি ফরজ হয় তবে নিচের কাজগুলো যত্ন সহকারে করতে হবেঃ

১. তিনবার হাত ধুয়ে নিয়ে বাম হাত দ্বারা লজ্জাস্থান ও উরু ধুয়ে নিতে হবে। মাটি বা সাবান দ্বারা হাত ধুয়ে নিতে হবে।

২. মাথায় পানি ঢালার আগে ওজু করে নিতে হবে। গলা ও নাকের নরম স্থানে পানি পৌছাতে হবে।

৩. সমস্ত শরীরে ভালভাবে পানি দিয়ে গোসল করবে। মনে রাখতে হবে ভালভাবে কুলি করা নাকের নরম স্থান পর্যন্ত পানি পৌছানো এবং সমস্ত শরীরে এমন কি চুলের গোড়ায় পানি ঠিকমত পৌছানোর ব্যাপারে নিশ্চিত হতে হবে।

নামাজের সময়ে

তাওহীদ, রিসালাত ও আখেরাতের উপর আস্থা কেমন আছে তা জানার জন্য নামাজই প্রথম পরীক্ষা। নামাজের আজান (বিউগল) শুনার সাথে সাথে মসজিদে জামায়াতের লাইনে দাঁড়িয়ে গেলেই বুঝা যায় আল্লাহ্র কথা শুনতে রাজি কিনা, রাসূল (সঃ)-এর অনুসরণ করতে রাজি কিনা এবং আখেরাতের মুক্তির জন্য অস্থির কিনা।

আল্লাহ তায়ালা সাত শ্রেণীর মধ্যে একটি শ্রেণীকে- যারা তাদের অন্তরকে মসজিদের সাথে লাগিয়ে রাখে (কখন নামাজের সময় হচ্ছে) তাদেরকে আরশের ছায়ায় স্থান দিবেন। কবরে নামাজের হিসাবই প্রথমে হবে। কাল কিয়ামতে নামাজীগণ নবীদের ও শহীদদের সাথে থাকবে আর বেনামাজীরা ফেরাউন হামান ও কারুনের মত বড় বড় কাফিরদের সাথে থাকবে। জাহান্নামীরা বলবে আমরা নামাজী ছিলাম না এবং নামাজীদের সাথেও

www.nagorikpathagar.org

ছিলাম না (সূরা মুদ্দাসসির)। দশ বছর বয়সেও যদি ছেলে মেয়ে নামাজ না পড়ে তবে মেরে নামাজ পড়াতে রসূল (সঃ) হাদিসে নির্দেশ দিয়েছেন। ভুলে গেলে যখনই স্মরণ হবে সেটাই তার নামাজের সময়। ঘুমিয়ে গেলে ঘুম থেকে উঠা মাত্রই তার নামাজের সময়- কাজা পড়ে নেয়া ফরজ। নিম্নের কথা ও কাজগুলো স্মরণ রাখতে হবে ঃ

১. একাগ্রচিত্তে আল্লাহকে দেখছি অথবা আল্লাহ আমাকে দেখছেন মনে করে নামাজ আদায় করতে হবে। নামাজে উচ্চারিত আয়াত ও দোয়ার অর্থের দিকে খেয়াল নিবদ্ধ করতে হবে।

২. শরীর, কাপড়, দাঁড়ি বা অন্যান্য অঙ্গ অনর্থক নাড়াচাড়া করা যাবে না।

৩. বেশী ক্ষুধা থাকলে বা খাবার সামনে এসে গেলে খাবার খেয়ে নামাজ আদায় করতে হবে।

৪. নামাজে তাড়াহুড়া করা বা রুকু সিজদাহর তসবীহ চুরি করা শক্ত গোনাহ।

৫. অসুখ বিসুখ বা শরয়ী ওজর ছাড়া মসজিদের জামায়াত তরক করা যাবে না।

৬. সফরে 'জমা বায়না সালাতাইন' দুই ওয়াক্ত নামাজকে এক সাথে কসর হিসাবে (জোহর ও আসর, মাগরিব ও এশা) আদায় করা যাবে।

৭. রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন,

لاَ صَلٰوةَ اِلاَّ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ -

"সূরা ফাতিহা ছাড়া নামাজ পড়া ঠিক হয় না।" *(বুখারী)*

৮. ইমামের আগে কখনও রুকু বা সিজদায় যাবে না, অন্যথায় চেহারা গাধার মত হয়ে যাবে।

৯. সিজদাহ করার সময় কুকুরের মত দু'বাহু মাটিতে বিছাবে না। ছাগলের বাচ্চা পার হতে পারে এমন ফাঁক রাখতে হবে।

১০. নামাজী তার নামাজের ফলাফল স্বরূপ ফাহেসা- নির্লজ্জ কাজ ও মুনকার- ইসলাম বিরোধী কাজগুলোর তালিকা তৈরী করে তার উৎখাতের চেষ্টা করবে।

www.nagorikpathagar.org

১১. রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন-

اِذَا قُمْتَ فِىْ صَلوٰتِكَ فَصَلِّ صَلوٰةَ مُوَدِّعٍ -

"যখন তুমি নামাজে দাঁড়াবে তখন সেই নামাজকে জীবনের শেষ নামাজ মনে করে পড়বে।"

বিশ্রাম ও ঘুমের সময়ে

রাতে বিশ্রাম নেয়া ও দিনে কাজ করার জন্যই আল্লাহ তা'য়ালা রাত দিন সৃষ্টি করেছেন। রাতের খাবার খেয়ে এশার নামাজ শেষে রাসূল (সঃ) শুয়ে পড়তেন এবং শেষ রাতে নামাজের জন্য উঠতেন। সত্যিকার মুসলমানদের জন্য এটাই অনুসরণীয়। বিশ্রামের জন্য নিম্নের বিষয়গুলো খেয়াল রাখতে হবে ঃ

১. ঘুমানোর আগে মিশওয়াক ও ওজু করে ঘুমানো সুন্নত। বিছানে ডান কাতে শুয়ে বলতে হবে।

اَللّٰهُمَّ بِاسْمِكَ اَمُوْتُ وَاَحْيٰى -

"আল্লাহুম্মা বেইসমিকা আমুতো অ আহইয়া"।

(হে আল্লাহ তোমার নামে ঘুমালাম এবং তোমার নামেই উঠবো)। তিন কুল (এখলাস, ফালাক, নাস) পড়ে ফুঁ দিয়ে তিনবার সমস্ত শরীর স্পর্শ করা, আয়াতুল কুরসী, সূরা বাকারা শেষ দুই আয়াত, সূরা কাফেরুন পড়া ও সুবহানাল্লাহ ৩৩, আলহামদুলিল্লাহ ৩৩, আল্লাহু আকবার ৩৪ বার পাঠ করা রাসূল (সঃ)-এর আমল ছিল। পায়ের উপর পা খাড়া করে শুইবে না।

২. ঘুমানোর আগে দরজা বন্ধ করা, পাত্র সমূহ ঢেকে রাখা, বাতি নিভিয়ে ফেলা রাসূল (সঃ)-এর নির্দেশ।

৩. ঘুম থেকে উঠার সময় বলতে হবে-

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَحْيَانَا بَعْدَ مَا اَمَاتَنَا وَاِلَيْهِ النُّشُوْرُ-

www.nagorikpathagar.org

'আল হামদুলিল্লাহিল্লাজি আহইয়ানা বা'দা মা আমাতানা অ এলাইহিন নসুর' সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি মৃত্যুর (ঘুমের) পর আমাকে জীবিত (জাগ্রত) করলেন।

৪. ঘুম থেকে উঠে শয়তানের দেয়া ৩টি গিরা খুলে ফেলতে হলে তিনটি কাজ করতে হবে। ১. ঘুম থেকে উঠে দোয়া পড়া, ২. মেসওয়াক সহ ওজু করা ৩. জায়নামাজে দাঁড়ানো।

৫. দুপুরে খাবার পর অল্প সময়ের জন্য বিশ্রাম (কায়লুলা) করা উত্তম।

৬. বিশ্রামের নামে বেশী ঘুমানো মানুষকে অলস ও অচল করে। অতি ঘুম মানুষকে ধ্বংস করে দেয়।

খেলাধুলার সময়ে

শারীরিক ব্যায়াম হয় এমন খেলা ইসলামে অনুমোদিত। যে সমস্ত খেলায় শারীরিক পরিশ্রম হয় না, শরীরের ফরজ অঙ্গ (গোপনীয় অঙ্গ) প্রকাশ হয়ে যায় তা নিষিদ্ধ। খেলার নেশা সৃষ্টি হওয়া এক ধরনের রোগ। কোন মুমিনের এ নেশা সৃষ্টি হওয়া উচিৎ নয়। খেলার জন্য কতিপয় জিনিস মনে রাখতে হবে ঃ

১. সময় খুবই মূল্যবান। খেলাধুলার মাধ্যমে শরীরের ব্যায়াম যাতে আদায় হয়ে যায় তা খেয়াল রাখতে হবে।

২. খেলাধুলা করতে গিয়ে খেলার নেশায় নামাজের সময়, লেখাপড়ার সময় যাতে নষ্ট না হয়।

৩. শরিয়তের সীমা লংঘিত হয় এমন খেলাধুলা থেকে বিরত থাকা। অবসর সময়ই খেলাধুলার উপযুক্ত সময়। নির্দোষ কৌতুকময় কথা বলা যায়েজ।

৪. খঞ্জর চালানো ও তীর চালানো খেলাকে রসূল (সঃ) উৎসাহিত করতেন।

লিখাপড়ার সময়ে

জ্ঞান অর্জন করা সকলের জন্য ফরজ। কুরআন হাদীসের জ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞান। জাগতিক ও বৈষয়িক জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে কুরআন হাদীসের

www.nagorikpathagar.org

জ্ঞানকে বাস্তবায়িত করার চেষ্টা চালাতে হবে। লিখাপড়ার জন্য খেয়াল রাখতে হবে ঃ

১. অর্থসহ কুরআন পড়াকে লেখাপড়ার এক নম্বর বিষয় বানাতে হবে। অর্থসহ হাদীস পড়াকে তার সাথে যুক্ত করতে হবে। কুরআন হাদীস পড়া কোন দিনও যাতে বাদ না যায়।

২. ছাত্রদের পাঠ্যপুস্তকের জন্য ২৪ ঘণ্টার মধ্যে কমপক্ষে পাঁচ ঘণ্টা নির্ধারণ করতে হবে।

৩. জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে লিখার গুরুত্ব ও প্রভাব বেশী বলেই প্রথমে লিখা পরে পড়ার কথা উচ্চারণ করা হয়। বেশী লিখার অভ্যাসই ভাল ছাত্রের পরিচয়।

৪. ছাত্রদের প্রথম শ্রেণী (ফার্স্ট ডিভিশন) পাবার টার্গেট নিয়ে লেখাপড়া করা উচিত। এজন্য দৈনিক গড়ে ৭/৮ ঘণ্টা পরিশ্রম প্রয়োজন।

অফিস বা কর্মক্ষেত্রে

নিজ হাতে কামাইকে উত্তম রিজিক বলা হয়েছে। যাদের যেখানে কর্মক্ষেত্র সেখানে তাদেরকে ইসলামী আচরণ মেনে চলতে হবে ঃ

১. প্রবেশের সময় 'আস্সালামু আলাইকুম' বলে প্রবেশ করা।

২. অধীনস্থ লোকজনের সাথে 'সালাম' সহ্ তাদের খোঁজ খবর নেয়া।

৩. শরয়ী ওজর বা গুরুতর কোন সমস্যা থাকলে তা বিবেচনা করে প্রথমেই সমাধা করা।

৪. সম্ভব হলে দিনের শুরুতে ও শেষে পরামর্শ নেয়া বা দেয়া।

৫. কারো সাথে কোন সমস্যা হলে ব্যক্তিগত যোগাযোগের মাধ্যমে সমাধান করে নেয়া।

৬. অফিস বা কর্মক্ষেত্রে যথাসময়ে হাজিরা দেয়া ও অফিসের নিয়মনীতি মেনে চলা।

৭. অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করা।

www.nagorikpathagar.org

অমুসলিমদের প্রতি

রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন কোন ব্যক্তি কোন অমুসলিমের হক নষ্ট করলে বা তার উপর কোনো জুলুম করলে কাল কিয়ামতে তিনি বাদী হয়ে আল্লাহর নিকট হক নষ্টকারীর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করবেন। এ জন্য খেয়াল রাখতে হবে ঃ

১. অমুসলিমদের জান-মালের কোন ক্ষতি করা যাবে না।
২. তারা বিপদগ্রস্ত হলে বা কষ্টে পড়লে তাদের সাহায্য করতে হবে।
৩. ন্যায় বিচার ও ইনসাফ ভিত্তিক ফায়সালা করতে হবে
৪. সত্য দ্বীনের (ইসলামের) দাওয়াতও তাদের কাছে পৌঁছাতে হবে।

মহিলাদের প্রতি

যাদের বিবাহ করা হারাম নয় (গায়ের মোহাররাম) তাদের সাথে আচরণের সময় খুবই সতর্ক থাকতে হবে। গায়ের মুহাররাম মহিলাদের সাথে পর্দা ফরজ। এজন্য খেয়াল করতে হবে ফরজ যাতে পালিত হয়। একজন মহিলার জন্য নিম্নে বর্ণিত গায়ের মুহাররামদের সাথে পর্দা রক্ষা করতে হবে- পর্দার আড়াল থেকে কথা বলতে হবে ঃ

১. চাচাতো, ফুফাতো, মামাতো, খালাতো ভাইগণ।
২. ফুফা, খালু।
৩. চাচাতো ফুফাতো, মামাতো, খালাতো মামা ও চাচা।
৪. দেবর, ভাসুর।
৫. ননদের জামাই, ভগ্নিপতি, দুলাভাই।
৬, চাচা শ্বশুর, মামাশ্বশুর, খালুশ্বশুর, ফুফা শ্বশুর।
৭. বেয়াই ও তালই।

মনে রাখতে হবে- যারা তার স্ত্রী পরিবারকে পর্দায় রাখে না তারা দাইয়ুস। হাদীসে আছে ঃ

اَلدَّيُّوْثُ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ ـ

আর দাইয়ুস জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।

www.nagorikpathagar.org

ওয়াদা পালনে

রাসূলুল্লাহ (সঃ) এমন বক্তব্য খুবই কম রেখেছেন যেখানে এ কথা দুটি বলেননি-

لاَ اِيْمَانَ لِمَنْ لاَ اَمَانَةَ لَهُ وَلاَ دِيْنَ لِمَنْ لاَعَهْدَ لَهُ - (بخارى)

তা হল 'যে আমানত রক্ষা করে না তার ঈমান নাই আর যে ওয়াদা পালন করে না তার দ্বীন নাই।' ওয়াদা লংঘন ও আমানতের খেয়ানত মুনাফেকীর বৈশিষ্ট্য। ওয়াদা পালন অবশ্যই করতে হবে। পাকা ওয়াদা ভঙ্গ হলে তার কাফফারা সূরা মায়েদার- ৮৯ আয়াতে বলে দেয়া হয়েছে।

১. দশজন মিসকিনকে খাবার দিতে হবে (দু বেলার খাবার বা ১ সা খাদ্য)

২. দশজন মিসকিনকে কাপড় দিতে হবে।

৩. আর্থিকভাবে অসমর্থ হলে তিনটি রোজা রাখতে হবে।

৪. কথামত নির্দিষ্ট সময়ে দিতে না পারলে সময় শেষ হওয়ার সাথে সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে পুনরায় সময় নির্ধারণ করে নিতে হবে।

৫. মনে রাখতে হবে হক্কুল এবাদ বা বান্দার হক যতক্ষণ বান্দা মাফ না করে ততক্ষণ আল্লাহ তা মাফ করেন না। দুনিয়াতে প্রচুর পরিমাণ নেকী নিয়ে আখেরাতে হাজির হলেও দাবীদারগণকে পাওনা অনুযায়ী নেকী দিয়ে পরিশোধ দিতে হবে। তাতেও না হলে তাদের গুনাহ নিয়ে দোযখে যেতে হবে।

৬. নিজের সন্তানকেও কিছু দিতে চেয়ে না দিলে আমল নামায় একটি মিথ্যা লেখা হয়।

কুরআন ও হাদীস অধ্যয়নে

কুরআন ও হাদীস অধ্যয়ন করা এবং তা থেকে জ্ঞান সংগ্রহ করা ফরজ। কুরআন পাঠককে উত্তম ব্যক্তি বলা হয়েছে। তাকে প্রার্থনা কারীর চেয়েও বেশী সওয়াব দান করা হবে বলে ঘোষণা করা হয়েছে। কুরআন পাঠ থেকে যারা বিমুখ থাকবে কিয়ামতের দিন তাদেরকে অন্ধ করে উঠানো হবে। কুরআন পক্ষের অথবা বিপক্ষের সুপারিশকারী হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, اَلْقُرْاٰنُ حُجَّةٌ لَكَ اَوْ عَلَيْكَ -

www.nagorikpathagar.org

"আল কুরআন হয় তোমার পক্ষে দলীল হবে, না হয় তোমার বিপক্ষে দলীল হবে।" *(আল হাদীস)*

কুরআন পাঠের সময় খেয়াল রাখতে হবে ঃ

১. ওজু করে এবং সেই সাথে আউযুবিল্লাহ বিসমিল্লাহ সহকারে মধুর কণ্ঠে কুরআন তেলাওয়াত শুরু করতে হবে।

২. থেমে থেমে (তারতীল) অর্থ বুঝে আয়াত পাঠের চেষ্টা করতে হবে।

৩. কুরআন পাঠের সাথে সাথে অর্থসহ হাদিস পাঠ করতে হবে।

৪. আয়াত দ্বারা নিজেকে সংশোধন (তাজকিয়া) এর জন্য আমার মধ্যে যা নাই তা অর্জন করতে হবে। অন্যদিকে যা খারাপ আছে তা বর্জন করতে হবে। এজন্য প্রয়োজনে তার তালিকা তৈরী করতে হবে।

৫. আয়াত পাঠে ঈমানবৃদ্ধি ও আল্লাহর স্মরণে দিল কাঁপতে হবে।

৬. সে আমাদের দলে নহে যে সুর করে কুরআন পড়ে না। *(বুখারী)*

لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّى بِالْقُرْاٰنِ - (بخارى)

৭. যে ব্যক্তি তিন দিনের কমে কুরআন সমাপ্ত করে সে কুরআন বুঝেনি। *(তিরমিযী)*

৮. যে বাড়ীতে কুরআন পাঠ হয় না সেটি একটি উজাড় বাড়ী। সে বাড়ীতে মানুষ নয়, অমানুষ বাস করে। যেমন ইঁদুর, ছুঁচা, বিড়াল, কুকুর, সাপ ইত্যাদি।

বাজার করার সময়ে

জীবন জীবিকা নির্বাহের জন্য হাট বাজার করতে হবে। রাসূল (সঃ) বাজারে যেতেন। অনেক সময় শুধু সালাম দেয়ার জন্যও তিনি বাজারে যেতেন। বাজারে অনেক লোকের সাথে সাক্ষাত হয়। সালামের মাধ্যমে নেকী অর্জনের মহা সুযোগ থাকে। শুধু বাজারে ঘুরাঘুরি অপছন্দনীয় কাজ। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন-

اَحَبُّ الْبِلَادِ اِلَى اللّٰهِ مَسَاجِدُهَا وَاَبْغَضُ الْبِلَادِ اِلَى اللّٰهِ اَسْوَاقُهَا۔

আল্লাহর কাছে সবচেয়ে ভাল জায়গা হচ্ছে মসজিদসমূহ আর সবচেয়ে খারাপ জায়গা হচ্ছে বাজারসমূহ। বাজারে যা মনে রাখতে হবে ঃ

১. প্রয়োজনীয় জিনিস কেনা-বেচা করার সময় সততা রক্ষা করতে হবে- কাউকে ধোকা দেয়া বা প্রতারণা করা যাবে না।

২. ক্রেতা হোক বিক্রেতা হোক চেনা হোক অচেনা হোক ব্যাপক সালাম দিতে হবে।

৩. সম্ভাব্য দ্বীনের দাওয়াতী কাজও করতে হবে। মক্কায় অনুষ্ঠিত ওকাজের মেলায় রাসূল (সঃ) দাওয়াতী কাজ করেছিলেন।

যানবাহনে চলার সময়ে

রাসূল (সঃ) যানবাহনে চড়তেন এবং যার উপর আরোহন করতেন তার খোঁজখবর নিতেন। যানবাহনে চলা লোক পায়ে হাঁটা লোককে সালাম দিতে হবে, পায়ে চলা লোক বসে থাকা লোককে সালাম দিতে হবে, একাকী লোক জামায়াত বদ্ধ লোককে সালাম দিতে হবে। যানবাহনে চলার সময় খেয়াল রাখতে হবে ঃ

১. যানবাহন আকাশ বা স্থলপথে হলে প্রথমে আলহামদুলিল্লাহ অতঃপর "সুবহানাল্লাজী সাখখারালানা হাযা অমা কুন্না লাহু মুকরেনীনা অইন্না এলা রব্বেনা লামুনকালেবুন" (ঐ আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করছি যিনি একে আমাদের জন্য নিয়ন্ত্রিত করে দিয়েছেন- যার উপর নিয়ন্ত্রণকারী আমরা ছিলাম না- এবং তার দিকেই ফিরে যেতে হবে) বলতে হবে।

২. পানি পথে হলে 'বিসমিল্লাহে মাযরেহা অমুরসাহা ইন্না রাব্বি লাগাফুরুর রাহীম (আল্লাহর নামে এর গতি ও স্থিতি নিশ্চয় আমার রব ক্ষমাশীল ও দয়াবান) বলতে হবে।

৩. চলার পথে সব সময় আল্লাহকে স্মরণ করতে হবে- দামী ও মূল্যবান যানবাহনের যাত্রী সালাম বলবে কমদামী যানবাহনের যাত্রীকে (যেমন কার বা জীপের আরোহী মটর সাইকেল আরোহীকে, মটর সাইকেল আরোহী, বাইসাইকেল আরোহীকে, বাইসাইকেলারোহী পথচারীকে)।

www.nagorikpathagar.org

বিয়ে বাড়ীর অনুষ্ঠানে

রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন–

اَلنِّكَاحُ سُنَّتِىْ مَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِىْ فَلَيْسَ مِنِّىْ ـ

'বিয়ে আমার সুন্নাত, যে আমার সুন্নাত থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবে সে আমার অন্তর্ভুক্ত নয়'। বিয়ে বাড়ীতে যাতে কোন শরিয়ত বিরোধী কাজ না হয় সেজন্য খেয়াল রাখতে হবে ঃ

১. ব্যাপক লোকের সমাগম হয় বিধায় মহিলাদের জন্য পর্দা দিয়ে আলাদা ব্যবস্থা রাখতে হবে।

২. বিয়ে পূর্ব, পর প্রচলিত শিরক বিদআত বন্ধ করতে হবে। বরকতের জন্য গায়ের মুহাররাম লোকের হাতে তুলে দেয়া খানা, বৌ দেখার নামে শরয়ী পর্দা লংঘন, বিপদাপদ দূর করার জন্য নতুন বৌকে মৃত পীর ফকিরের কবর ঘুরিয়ে আনা (যা স্পষ্ট শিরক ও বিদআত) বন্ধ করতে হবে।

৩. পাত্রীকে মোহর না দেওয়া (অসম্ভব পরিমাণ ধার্য করে বাকী ও ফাঁকী দেয়া), ডিমান্ড নেয়া (যা হারাম), কাপড়-অলংকার প্রদর্শন প্রতিযোগিতা, গীবত, গান-বাজনা, খাবার অপচয়, বেগানা পুরুষকে (ও বরকে) উঁকি মেরে দেখা ইত্যাদি বন্ধ করতে হবে।

মৃত ব্যক্তির বাড়ীতে ও জানাজায়

মৃত্যুর সময় এই দোয়াটি রাসূলুল্লাহ (সঃ) পড়েছিলেন-

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ وَارْحَمْنِىْ وَاَلْحِقْنِىْ بِالرَّفِيْقِ الاَعْلٰى . (بخارى)

"আল্লাহুম্মাগফিরলী অরহামনী অল হিকনী বিররাফিকিল আ'লা (হে আল্লাহ আমাকে মাফ করো দয়া কর আর মহান বন্ধুর সাথে মিলিত কর)। যদি কারো প্রাণ বের হবার সময় হয় তবে তাকে শাহাদাতাইন (দুই সাক্ষ্যের কালেমা) তালকীন দিতে হবে ঃ

اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ ـ

www.nagorikpathagar.org

১. মৃতের জন্য অশ্রু বের হলে তা নিষিদ্ধ নয়, তবে শব্দ করে কান্না নিষেধ। যারা কাঁদবে তাদের কান্না থামাতে হবে।

২. মরার আগেই পরিবার পরিজনকে বিলাপ করে কান্না না করার অসিয়ত করে যেতে হবে। নতুবা কান্নাকাটির গুনাহ মৃতের উপর চাপবে।

৩. মৃত ব্যক্তির পরিবার পরিজনের জন্য তার আত্মীয় বা প্রতিবেশীকে খাবার তৈরী করে তার বাড়ীতে পাঠাতে হবে।

৪. জানাজার সময় মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে কোন অভিভাবককে মৃতের ঋণ-দেনা-পাওনা আদায় ও ভুল-ত্রুটি মাফ চেয়ে ঘোষণা দিতে হবে।

অসুস্থ লোকের পাশে

রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, - عُوْدُوا الْمَرِيْضَ "উদুল মারিজ" রোগীকে দেখতে যাও (বুখারী)। আল্লাহ কিয়ামতের দিন বলবেন 'আমি রোগাক্রান্ত ছিলাম, তুমি আমাকে দেখতে যাওনি'- কোন রোগাক্রান্ত বান্দাকে দেখতে গেলেই আল্লাহকে দেখতে যাওয়া হয়ে যায় (মুসলিম)। রাসূল (সঃ) আরো বলেছেন- রোগাক্রান্ত মুসলমানকে দেখতে যেয়ে ফিরে না আসা পর্যন্ত সে জান্নাতের ফলমূলের (খুরফার) মধ্যে অবস্থান করতে থাকে। *(মুসলিম)*

সকাল বেলা কোন রোগীকে দেখতে গেলে সন্ধ্যা পর্যন্ত সত্তর হাজার ফেরেশতা তার জন্য দোয়া করতে থাকে। আর বিকেল বেলা রোগী দেখতে গেলে সকাল পর্যন্ত সত্তর হাজার ফিরিশতা তার জন্য দোয়া করতে থাকে। (তিরমিযী)। রোগীর জন্য যা করণীয় ঃ

১. রোগীর জন্য দোয়া–

اَذْهِبِ الْبَأْسَ رَبَّ النَّاسِ وَاشْفِ اَنْتَ الشَّافِىْ لاَ شِفَاءَ اِلاَّ شِفَائُكَ شِفَاءً لاَ يُغَادِرُ سَقَمًا ـ

'আযহিবিল বাসা রব্বান্নাস, ইশফি আনতাশ শাফি লা শিফায়া ইল্লা শিফাউকা, শিফাআন লা ইউগাদিরু সাকামা (রোগ দূর কর, হে মানুষের প্রভু, রোগ মুক্তি দান কর, তুমি রোগমুক্তি দানকারী, তোমার

www.nagorikpathagar.org

রোগমুক্তি ছাড়া কোন রোগমুক্তি কার্যকর নয়। এমন আরোগ্য দাও যার পর আর কোনো রোগ না থাকে। *(বুখারী মুসলিম)*

২. ব্যথা প্রচণ্ড হলে ব্যথার জায়গায় হাত রেখে তিনবার বিসমিল্লাহ পড়তে হবে এবং সাতবার এ দোয়া পড়তে হবে "আউজো বেইজ্জাতিল্লাহি অ কুদরাতিহি মিন সাররে মা আজেদু অ উহাযিরু" (আমি আল্লাহর মর্যাদা ও কুদরাতের মাধ্যমে আশ্রয় চাচ্ছি সেই জিনিসের অনিষ্টকারিতা থেকে যা আমি পাচ্ছি এবং যার আধিক্যকে আমি ভয় করি)। *(মুসলিম)*

৩. যখনই কোন রোগীকে দেখতে যাবে তখন তার মাথায় হাত রেখে বলতে হবে لَا بَأْسَ طَهُوْرٌ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ ـ

"লা বাসা, তাহুরুন ইনশা আল্লাহ"

(কোন চিন্তা নেই, আল্লাহ্ আপনাকে পবিত্র করবেন)।

৪. রোগীর কাছে দুধ দোহনের সময় (অল্প সময়) অবস্থান করা এবং তার জন্য দোয়া করা ও দোয়া চাওয়া সুন্নাত।

৫. হাসপাতালে বা অন্য কোন স্থানে পাশে রোগী থাকলে শুধু নিজ রোগীর খবর না নিয়ে পাশের রোগীরও খবর নেয়া ও দোয়া করা একান্ত জরুরী- না হলে সে কষ্ট পায় আফসোস করে।

ঝড় বৃষ্টির সময়ে

ঝড় বৃষ্টি দেখে আখেরাতের স্মরণ করা দরকার। রাসূলুল্লাহ (সঃ) আকাশে কোনো মেঘ দেখলে ভীত হয়ে আল্লাহর কাছে দোয়া করতেন- যেন অতীত কওমের মত গজব দিয়ে ধ্বংস না করেন। অতিমাত্রায় ঝড় বৃষ্টি হলে যা করতে হবে ঃ

১. দোয়া বলতে হবে ঃ

اَللّٰهُمَّ لَاتَقْتُلْنَا بِغَضَبِكَ وَلَاتُهْلِكْنَا بِعَذَابِكَ وَعَافِنَا قَبْلَ ذٰلِكَ.

আল্লাহুম্মা লা তাকতুলনা বেগাজাবিকা, অলা তুহলেকনা বেআজাবিকা অ আফিনা কাবলা যালিকা। (হে আল্লাহ তোমার গজব দিয়ে

www.nagorikpathagar.org

আমাদের শেষ করনা এবং তোমার আজাব দিয়ে আমাদের ধ্বংস করো না- তার আগে আমাদেরকে মাফ করে দিও)।

২. ঝড় শুরু হয়ে গেলে জোরে আজান দিতে থাকবে।

৩. বেশী বেশী এস্তেগফার করতে হবে।

সন্তান ভূমিষ্ঠের পরে

আল্লাহ তায়ালা সূরা ফুরকানের ৭৪ নং আয়াতে দোয়া করা শিখিয়েছেন-

وَالَّذِيْنَ يَقُـوْلُوْنَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا
قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَّاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا۔ (الفرقان : ٧٤)

'রব্বানা হাবলানা মিন আযওয়াজেনা অযুররিয়াতেনা কুররাতা আইউনিও অজআলনা লিল মুত্তাকিনা ইমামা।"- হে আমাদের রব আমাদের স্ত্রী ও সন্তানদিগকে আমাদের চোখের শীতলতার উৎস বানাও এবং আমাদেরকে মুত্তাকিদের জন্য আদর্শ অগ্রগামী বানাও। এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আল্লাহর প্রিয় বান্দাগণ শুধু নিজেদের সংশোধন ও সৎকর্ম নিয়েই ব্যস্ত থাকে না বরং তাদের সন্তান-সন্ততি ও স্ত্রীদের সংশোধন ও চরিত্র উন্নয়নের চেষ্টা করে। এমনকি মুত্তাকীদের আদর্শ ও অনুকরণীয় হবার মানে উত্তীর্ণ করার জন্য চেষ্টা করে ও দোয়া করে। এ জন্য করণীয় ঃ

১. সন্তান ভূমিষ্ঠ হলে তার ডান কানে আজান ও বাম কানে ইকামত দিবে- যাতে পৃথিবীতে এসেই আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ঘোষণা শুনতে পায় এবং এ কাজের জন্যই তার আগমন।

২. ছোট বাচ্চাদের মুখে চুম্বন দেয়ায় আল্লাহ্ পাকের অনুগ্রহ বর্ষিত হয়। *(বুখারী ও মুসলিম)*

৩. সপ্তম দিনে সন্তানের নাম আব্দুল্লাহ, আবদুর রহমান অথবা নবীদের নামে নাম অথবা ভাল অর্থবোধক নাম রেখে আকিকা দিতে হবে।

৪. সন্তানের জন্য পিতার সবচেয়ে বড় অবদান হচ্ছে তাকে জ্ঞান ও সচ্চরিত্র শিক্ষা দেয়া। *(মুসলিম)*

www.nagorikpathagar.org

৫. আদর করার সময় হাত বাড়িয়ে বাচ্চাকে সালাম দেয়া শিখাতে হবে।

৬. বাচ্চার মুখে সর্বপ্রথমে আল্লাহ্ শব্দ শিখাতে হবে।

৭. খারাপ নাম পরিবর্তন করে ভাল নাম রাখতে হবে। রাসূলুল্লাহ (সঃ) শিহাবকে 'হিশাম', আছিয়াকে 'জামিলা' এবং বাররাকে 'জয়নব' নাম রেখেছিলেন।

মোহর সংক্রান্ত

আমাদের দেশে মোহর নির্ধারণ ও তা পরিশোধ না করা একটা প্রথায় পরিণত হয়েছে। এটাকে বাস্তবতার সাথে নির্ধারণ করা ও তা আদায় করা হয় না। ফলে কোন কোন ব্যক্তি পরিশোধের নিয়াত না করার কারণে বিয়ে করে থাকলেও অজান্তে ব্যভিচারের গুনাহ্ করে চলছে। তাই এ ব্যাপারে খেয়াল রাখতে হবে। আর একটা কথা হল টাকা পাত্রীকে (মোহর) দিতে হবে, কিন্তু এখন টাকা পাত্রকে ডিমান্ড হিসেবে দিতে হচ্ছে। এটা হারাম ও জাতির জন্য অভিশাপ। এটা অচিরেই বন্ধ করতে হবে।

১. মোহর নির্ধারণ ও তা পরিশোধ ওয়াজিব। *(সূরা নিসা- ২৪)*

২. বিয়ে পড়ানোর সময় নগদ মোহর পরিশোধ সুন্নাত। *(আবু দাউদ)*

৩. সামর্থের বাইরে মোহর নির্ধারণ করা জায়েজ নয়। *(মিশকাত)*

৪. অল্প বেশী যাই মোহর নির্ধারিত থাকুক, মোহর পরিশোধের নিয়াত না থাকলে সে ব্যভিচারী। *(তাবরানী)*

মসজিদের প্রতি

আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় জায়গা মসজিদ এবং সবচেয়ে খারাপ জায়গা বাজার। মসজিদের আদব কায়দা সম্পর্কে খেয়াল রাখতে হবে ঃ

১. মসজিদে প্রবেশ করে দুরাকাত নামাজ আদায় করা মসজিদের হক।

২. প্রথমে ডান পা দিয়ে প্রবেশ করে

اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِىْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ -

www.nagorikpathagar.org

"আল্লাহুম্মাফ তাহলী আবওয়াবা রাহমাতিকা (হে আল্লাহ তোমার রহমতের দরজা খুলে দাও) বলা এবং বের হবার সময় প্রথমে বাম পা বের করে

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ -

আল্লাহুম্মা ইন্নি আসআলুকা মিন ফাদলিকা (হে আল্লাহ আমি তোমার কাছে তোমার অনুগ্রহ চাই) বলা।

৩. মসজিদে সার্বক্ষণিক আল্লাহর স্মরণ (জিকির ও ইসলামী আলোচনা) করা।

৪. মসজিদকে রাসূলুল্লাহ (সঃ) ইসলামী রাষ্ট্রের রাজধানী হিসেবে ব্যবহার করেন। মসজিদে চোরের শাস্তি দিয়ে বিচার কাজ চালাতেন- সাহাবীদের প্রশিক্ষণ দিতেন।

অনুষ্ঠান ও সমাবেশে

আমাদের মধ্যে অনুষ্ঠান ও সমাবেশে লোকজন বসার ও কথা বলার জন্য ইসলামী আদর্শ অনুসরণ করার ক্ষেত্রে দুর্বলতা লক্ষ্য করা যায়। কুরআন হাদিসে এসব ব্যাপারে যা বলা হয়েছে ঃ

১. প্রথম জন এসে প্রথম কাতারে বসবে। আগে প্রথম কাতার পূরণ করে বসতে হবে।

২. জায়গা না থাকলে অন্যের জায়গা করে দেয়ার চেষ্টা করতে হবে। যে অন্যের জায়গা করে দেয় আল্লাহও তার জন্য জান্নাতে জায়গা করে দিবেন। অপরকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

৩. অনুমতি ছাড়া কথা বলা যাবে না।

৪. সমাবেশে কথা বলার আগে সালাম দিতে হবে এবং আল্লাহর প্রশংসা ও রাসূল (সঃ)-এর উপর দরুদ পড়তে হবে।

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّىْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ -

"নাহমাদুহু অনুসাল্লি আলা রাসূলিহিল কারিম"- সংক্ষেপে বলে নিতে হবে।

www.nagorikpathagar.org

৫. সংক্ষেপে বক্তৃতা উত্তম। জরুরী কথা একাধিকবার বলা যেতে পারে।

ছেলের খাতনায়

খাতনা করা সুন্নাত। এর জন্য কোন আনুষ্ঠানিক দাওয়াত বৈধ নয়। আমাদের দেশে কার্ড ছাপিয়ে দাওয়াত দেয়। উপঢৌকন এর লোভে বড় লোকদের বেছে বেছে দাওয়াত দেয়া হয়। গরীবদের অবহেলা করা হয়। এ জন্য মনে রাখতে হবে–

১. খাতনা হযরত ইবরাহীম (আঃ) এর সুন্নাত।

২. পারিবারিক ভাবেই খাতনা করাতে হবে।

৩. ঘটা করে অনুষ্ঠান করা ঠিক হবে না।

৪. মিসকিন খাওয়ানোর দিকেই বেশী নজর দিতে হবে।

বিচার সালিশে

আল্লাহ বলেন ঃ

وَاِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوْا فَاَصْلِحُوْا
بَيْنَهُمَا - (الحجرات : ٩)

“মোমিনদের দুটি দল দ্বন্দ্বে লিপ্ত হলে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দিবে।” (হুজরাত-৯)

এখানে সূরা হুজরাতে দুইদল যুদ্ধ বা ঝগড়াতে লিপ্ত হলে তাদের মধ্যে বিচার মীমাংসা করে দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এ কাজকে সবচেয়ে বেশী নেকীর কাজ বলা হয়েছে। শয়তান এ কাজেই সবচেয়ে বেশী নাখোশ হয়ে থাকে। তাই–

১. স্বামী-স্ত্রী হোক, দুই পরিবারে হোক, দুই দলে হোক ঝগড়া বিবাদ মিটানোর চেষ্টা সাথে সাথে করতে হবে। ব্যক্তিগত সাক্ষাত করে উভয় পক্ষকে নরম করতে হবে।

www.nagorikpathagar.org

২. কোর্ট কাচারীতে মামলা চলে যাবার আগেই মিটিয়ে দেয়ার চেষ্টা নিতে হবে। সীমা লংঘনকারীকে কুরআন-হাদীসের দিকে ফিরিয়ে আনতে হবে।

৩. ইনসাফ কায়েমের ক্ষেত্রে যেন কোন পক্ষপাতিত্ব স্থান না পায়। রাগের অবস্থা হোক আর সন্তুষ্টির, যে কোন অবস্থায় আদলের উপর কায়েম থাকতে হবে।

৪. "মনে রাখতে হবে, ভুল করে মাফ করা যায়, কিন্তু ভুল করে শাস্তি দেয়া যায় না।"

৫. পরস্পরের প্রতি ভাল ধারণা সৃষ্টির জন্য নতুন অতিরিক্ত কথা যোগ বা বিয়োগ করা যাবে।

পানি, গ্যাস ও আলো সংক্রান্ত

আধুনিক সভ্যতায় পানি, গ্যাস ও আলোর অবদান অনস্বীকার্য। এ সব আল্লাহ তায়ালার নিয়ামত। আল্লাহর নিয়ামত গুনতে চাইলে গুনতে পারা যাবে না। আল্লাহ বলেন-

وَاِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ لاَ تُحْصُوْهَا - (ابراهيم : ٣٤)

"তোমরা আল্লাহর নিয়ামত গণনা করতে চাইলে গুণতে পারবে না।" *(ইবরাহীম- ৩৪)*

এগুলোর সঠিক হক আদায় করতে হলে-

১. আল্লাহর কাছে বেশী শোকর গোজার হতে হবে।

২. বাতির সুইচ অন করার (জ্বালানোর) সময় বিসমিল্লাহ, বিদ্যুৎ হঠাৎ অফ বা চলে যাবার সময় ইন্নালিল্লাহ, বিদ্যুৎ চলে যাবার পর পুনরায় আসার সময় আলহামদুলিল্লাহ বলতে হবে।

৩. পানির কল ও চুলার গ্যাস চালু করার সময় বিসমিল্লাহ বলতে হবে।

৪. অযথা লাইট জ্বালিয়ে রাখা, চুলা জ্বালিয়ে রাখার অভ্যাস সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করতে হবে। আল্লাহ অপচয়কারীকে ভালবাসেন না।

www.nagorikpathagar.org

اِنَّ الْمُبَذِّرِيْنَ كَانُوْا اِخْوَانَ الشَّيَاطِيْنِ ـ (بنی اسرائيل : ٢٧)

"নিশ্চয় অপচয়কারী শয়তানের ভাই।" *(বানী ইসরাইল- ২৭)*

৫. পানির অল্প পরিমাণ অপচয়ও (নদীতে অজু করলেও পরিমাণ মত পানি খরচ কর- হাদীস) বন্ধ করতে হবে।

৬. কিছু অপচয় করার অর্থই অন্যের হক নষ্ট করা।

বাড়ীতে প্রবেশ ও প্রস্থানের সময়

বাড়ীতে প্রবেশ ও বের হবার সময় ইসলামী বিধান অনুসরণ করতে হবে। প্রবেশের সময় সালাম দিয়ে প্রবেশ, অন্যের বাড়ী হলে অনুমতি ও সালাম দেয়া ইসলামী বিধান। সূরা নূর এ অনুমতি ও সালাম ছাড়া প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوْا لاَتَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ بُيُوْتِكُمْ حَتّٰى تَسْتَأْنِسُوْا وَتُسَلِّمُوْا عَلٰى اَهْلِهَا ـ (النور : ٢٧)

"হে ঈমানদারগণ তোমরা নিজের বাড়ী ছাড়া অন্যের বাড়ীতে প্রবেশ করবে না যতক্ষণ অনুমতি না পাবে ও বাড়ীর লোকদের সালাম না দিবে।" *(নূর-২৭)*

এ জন্য যা মেনে চলতে হবে-

১. বাড়ী থেকে বের হবার সময় পিতা, মাতা, স্ত্রী বা অন্য কোন সদস্য হলেও জানিয়ে যেতে হবে কোথায় গেলেন ও কখন ফিরবেন।

২. যাবার সময় সালাম দিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে এ দোয়া পড়তে হবে–

بِسْمِ اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ ـ

বিসমিল্লাহে তাওয়াককালতু আলাল্লাহে, লা–হাওলা অলা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিই ইল আ'যীম (আল্লাহর নামে আল্লাহর উপর ভরসা করে বের হচ্ছি, যে মহান আল্লাহর শক্তি ছাড়া আর কোনো শক্তি নেই) পড়তে হবে।

www.nagorikpathagar.org

৩. বাড়ীতে প্রবেশের সময় আসসালামু আলাইকুম বলে শব্দ সহ নিজ বাড়ীতে প্রবেশ করতে হবে যাতে কোন সদস্য অসতর্ক অবস্থায় থাকলে সতর্ক হবার সুযোগ পায়।

৪. অন্যের বাড়ী হলে প্রবেশের সময় আগে অনুমতি অতঃপর সালাম দিয়ে ঢুকতে হবে। তিনবার অনুমতি চেয়ে না পেলে ফিরে যেতে হবে।

৫. দাঁড়ানোর সময় উঁকি না মেরে দরজা থেকে সরে এক পার্শ্বে দাঁড়াতে হবে। উঁকি মারা চোখকে কানা করে দিলেও দোষ হবে না।

৬. 'কে' বলার জবাবে 'আমি' না বলে নাম বলতে হবে।

রাতের এবাদাতে

আল্লাহ সুবহানাহু তায়া'লা বলেন,

تَتَجَافٰى جُنُوْبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَّطَمَعًا وَّمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُوْنَ ۔ (السجدة : ١٦)

"তারা তাদের শরীরের পার্শ্ব সমূহ বিছানা থেকে আলাদা রেখে তাদের রবকে ডাকে আশা ও আশংকার মধ্যে এবং আমি যে রিজিক তাদেরকে দিয়েছি তা থেকে খরচ করে। (কিছু সময়ের জন্য হলেও রাতে এবাদত করে" - *সাজদা- ১৬)* 'যে ব্যক্তি সকাল (সূর্য উঠা) পর্যন্ত ঘুমিয়ে থাকে সে এমন ব্যক্তি যার দুই কানে অথবা এক কানে শয়তান পেশাব করে দিয়েছে'- *(বুখারী মুসলিম)*। তাই যা করা দরকার ঃ

১. স্বামী স্ত্রীকে জাগাবে প্রয়োজনে পানি ছিঁটা দিবে- আবার স্ত্রী স্বামীকে জাগাবে প্রয়োজনে পানি ছিটা দিবে। *(আবু দাউদ)*

২. ফরজ নামাজের পর সর্বোত্তম নামাজ হচ্ছে রাতের (তাহাজ্জুদের) নামাজ। *(বুখারী, মুসলিম)*

بَعْدَ صَلٰوةِ الْمَكْتُوْبَةِ صَلٰوةُ اللَّيْلِ ۔ (متفق عليه)

৩. প্রথম রাতে ঘুমিয়ে নিবে, শেষ রাতে জেগে নামাজ পড়বে *(বুখারী, মুসলিম)*

www.nagorikpathagar.org

৪. চোখের পানি ফেলে ক্ষমা চাইলে জাহান্নামে যাওয়া ঐ রকম অসম্ভব যেমন দুধ দোহনের পর গাভীর বাটে দুধ প্রবেশ করানো অসম্ভব। *(তিরমিযী)*

لاَ يَلِجُ النَّارَ رَجُلٌ بَكَى مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ حَتَّى يَعُوْدَ اللَّبَنُ فِى الضَّرْعِ -

৫. চোখে পানি না আসলে (অন্তর কঠিন হলে) ইয়াতীমের মাথায় হাত বুলাতে হবে ও মিসকিনকে খাবার পৌঁছাতে হবে। তাহলে চোখে পানি আসবে।

৬. রাসূল (সঃ) আল্লাহর ভয়ে কাঁদার দরুন তাঁর পেট থেকে হাঁড়ির মত আওয়াজ বেরিয়ে আসত। *(আবু দাউদ)*

বিপদের সময়ে

আল্লাহ তায়ালা বিপদ আপদ দিয়ে মানুষকে পরীক্ষা করেন। সূরা বাকরায় আল্লাহ বলেন ঃ

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَىْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الاَمْوَالِ وَالاَنْفُسِ وَالثَّمَرٰتِ وَبَشِّرِالصّٰبِرِيْنَ.(البقرة:١٥٥)

"আমি অবশ্যই তোমাদের পরীক্ষা করব ভয়-ভীতি, ক্ষুধা, মালের ক্ষতি, জানের ক্ষতি, ফলমূলের ক্ষতি, ফসলের ক্ষতি দ্বারা আর যারা সবর করবে তারাই সফলকাম"। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন কষ্ট ও বিপদের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা বান্দাহর গুনাহ দূর করেন। তাই ঃ

১. বিপদকে পরীক্ষা মনে করতে হবে ও সবরের মাধ্যমে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে।

২. পরীক্ষার মাধ্যমে প্রমোশন ও পদোন্নতি হয়। অতএব বিপদের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে আল্লাহও প্রমোশন দিবেন- আশা করতে হবে।

৩. বিপদ-মসীবত ও কষ্ট দ্বারা গুনাহ মাফ হয় তাই সবর করতে হবে।

৪. বিপদ মসীবত আসলেই اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ -

www.nagorikpathagar.org

বলতে হবে। (নিশ্চয় আমরা আল্লাহর জন্য এবং তার কাছেই ফিরে যেতে হবে।)

৫. অপরকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। আল্লাহ বলেছেন,

وَيُؤْثِرُوْنَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْكَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ـ (الحشر : ٩)

"এবং তারা নিজেদের উপর অন্যদেরকে অগ্রাধিকার দেয়, যদিও তারা অভাব অনটনের মধ্যে থাকে।"

সিঁড়ি দিয়ে উঠা-নামার সময়

রাসূলুল্লাহ (সঃ) উপরে উঠার সময় আল্লাহু আকবার এবং নীচে নামার সময় সুবহানাল্লাহ বলতেন– *(বুখারী, আবু দাউদ)*। তাই মনে রাখতে হবে ঃ

১. কোন সিঁড়ির ধাপে ধাপে উপরে উঠার সময় আল্লাহু আকবার বলতে হবে।

২. সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামার সময় ধাপে ধাপে সুবহানাল্লাহ বলতে হবে।

ছোটদের ও বড়দের প্রতি

রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন ঃ

مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيْرَنَا وَلَمْ يُوَقِّرْ كَبِيْرَنَا فَلَيْسَ مِنَّا ـ

"যে ব্যক্তি বড়দের সম্মান করে না ও ছোটদের স্নেহ করে না সে আমাদের দলভুক্ত নয়।" তাই ছোট না বড় এটা খেয়াল করেই তাদের সাথে আচরণ করতে হবে।

১. যে বয়সে ছোট সে বয়সে বড়কে সালাম দিবে এবং বসার জায়গা দেয়ার চেষ্টা করতে হবে।

২. বয়স্ক ব্যক্তিদের কথা গুরুত্ব দিয়ে শুনবে ও তাদের কথা বলা অবস্থায় নিজে কথা বলা উচিৎ নয়।

৩. খাবার সময় ও সুযোগ সুবিধা প্রদানের সময় খাদ্য, পানি বা আসন প্রথমে তাদের দিয়েই শুরু করতে হবে।

www.nagorikpathagar.org

৪. ছোটদেরকে আদর করা, খোঁজ খবর নেয়া (কেমন আছ, কোন ক্লাসে পড়, আজ কি খেয়েছ ইত্যাদি) ও সালামে অভ্যস্থ করার নিয়াতে আগে সালাম দেয়ার চেষ্টা করতে হবে।

ফকির মিসকিনের প্রতি

ফকির ও মিসকিনকে সাহায্য করা ঈমানদার ব্যক্তির দায়িত্ব এবং তাদেরকে সাহায্য করার জন্য আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন। যারা দ্বারে দ্বারে গিয়ে চাইতে পারে তারা ফকির এবং যারা খেতে পায় না কিন্তু লজ্জার কারণে চাইতে পারে না তারা মিসকিন।

১. যাকাত ওশর বের করে তা থেকে এবং নিজের সম্পদ থেকে ফকির মিসকিনকে দিতে হবে।

২. ঘোড়ায় চড়ে এসে চাইলেও দিতে হবে। তেমনি সম্পদ বৃদ্ধির জন্য যারা ভিক্ষা করে কিয়ামতের দিন তাদের মুখে গোশত থাকবে না। ভিক্ষাবৃত্তি অপেক্ষা কাঠ বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করা উত্তম। *(বুখারী)*

৩. জাহান্নামীদের জাহান্নামে যাবার একটি কারণ মিসকিনকে খেতে না দেয়া- (সূরা মুদ্দাসসির)। তাই মিসকিনকে খেতে দিয়ে জাহান্নাম থেকে বাঁচার চেষ্টা করতে হবে।

৪. অন্তর নরম করে চোখের পানি ফেলার জন্য ইয়াতীমের মাথায় হাত বুলানোর সাথে সাথে মিসকিনকে খেতে দিতে হবে।

৫. উপরের হাত নীচের হাতের চেয়ে উত্তম। *(আল হাদীস)*

সফরকালীন সময়ে

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন,

قُلْ سِيْرُوْا فِى الاَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ
الْمُجْرِمِيْنَ - (النمل : ٦٩)

"বল তোমরা পৃথিবীতে পরিভ্রমণ কর আর দেখ পাপীদের কী পরিণতি হয়েছে।" *(আন নাহ্ল- ২৯)*

www.nagorikpathagar.org

আল্লাহর নিদর্শন দেখার জন্য ও দ্বীনের দাওয়াত সম্প্রসারণের জন্য সফর করা জরুরী। এ ব্যাপারে খেয়াল রাখতে হবে ঃ

১. রাসূলুল্লাহ (সঃ) বৃহস্পতিবার সফরে বের হওয়া পছন্দ করতেন। বৃহস্পতিবার দিন ছাড়া তিনি খুব কমই সফরে বের হতেন। *(বুখারী, মুসলিম)*

২. দিনের প্রথমভাগেই সফরে রওয়ানা হতেন। *(আবু দাউদ, তিরমিযী)*

৩. তিনজন সফরে থাকলে একজনকে আমীর বানাতে হবে। *(আবু দাউদ)*

৪. সফররত অবস্থায় সাথীকে সাহায্য করতে হবে। বাজে চিন্তার পরিবর্তে মুখস্থ সূরা বা অংশ বলতে থাকবে।

৫. সফরে ফরজ নামায কম (কসর) করা হয়েছে।

৬. প্রয়োজন শেষ হওয়া মাত্র সফর থেকে ঘরে ফিরে আসবে। *(বুখারী)*

৭. সফর থেকে ফিরে এসে দু'রাকাত নফল নামাজ (মসজিদে) পড়বে।

৮. মুহাররামকে (যার সাথে বিবাহ হারাম) সাথে না নিয়ে মহিলাদের সফর করা বৈধ নয়।

৯. সফরে উঁচু জায়গায় উঠার সময় আল্লাহু আকবার এবং নামার সময় 'সুবহানাল্লাহু' বলতে হবে।

১০. সফর শেষে সকালে অথবা সন্ধ্যায় বাড়ীতে বাড়ীর সদর দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে হবে।

১১. একা একা সফর না করাই ভাল।

কাজের ছেলে মেয়েদের প্রতি

আবু যার গিফারী (রাঃ) এর পোশাক ও তার গোলামের পোশাক হুবহু তার মত ছিল। *(বুখারী, মুসলিম)*

১. খাদেম যার জন্য খাবার আনে, সে যেন তার খাদেমকে এক লুকমা বা দু'লুকমা খাইয়ে দেয়। কারণ সেই তার জন্য কষ্ট করে এনেছে। *(বুখারী)*

২. তাদের খাবার ও পোশাক নিজের ও নিজের ছেলেমেয়েদের খাবার ও পোশাক একই মানের হতে হবে।

www.nagorikpathagar.org

৩. তাদেরকে কাঁচের বা মাটির পাত্র ভেঙ্গে গেলে, মনমত রান্নাবান্না বা কাপড় কাঁচা না হলে বকাঝকা করা মারপিট করা ঈমানদারের উচিৎ নয়।

৪. তাদেরকে দাস-দাসী বলে সম্বোধন না করে বরং সেবক-সেবিকা বা ছেলেমেলে বলে সম্বোধন করতে হবে।

মেহমানের প্রতি

রাসূল (সঃ) বলেছেন-

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الاٰخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ ـ

“যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখেরাতের উপর ঈমান রাখে সে যেন মেহমানের মেহমানদারী করে।” নিচের কথাগুলো মনে রাখতে হবে–

১. ভালভাবে মেহমানদারী একদিন একরাত করতে হবে। বিনা দাওয়াতী মেহমান সাথে নিয়ে গেলে মালিকের অনুমতি নিতে হবে।

২. সাধারণ মেহমানদারী করতে হবে তিনদিন পর্যন্ত।

৩. এর চেয়ে বেশী মেহমানদারী সাদকা বলে গণ্য হবে। *(বুখারী)*

৪. মেহমানকে দরজার বাইরে গিয়ে অভ্যর্থনা করা এবং বিদায়ের সময় সাথে সাথে দরজার বাইরে বাড়ির চত্বর পর্যন্ত গিয়ে বিদায় জানানো সুন্নাত।

৫. আত্মীয়তা রক্ষা করলে এবং মেহমানদারী করলে রিজিক বাড়ে ও হায়াত বৃদ্ধি পায়। *(বুখারী)*

ইসলামী দলের প্রতি

নিজে ইসলামী দলের অধীনে থাকতে হবে। কারণ কুরআন ঘোষণা করছে-

وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا ـ

আল্লাহর রশি জামায়াতবদ্ধ ভাবে ধরে থাক। *(আল ইমরান- ১০৩)*

www.nagorikpathagar.org

আবার রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন–

مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ وَلَمْ يُحَدِّثْ بِهِ نَفْسَهُ مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِنْ نُفَاقٍ - (مسلم)

যে মরল অথচ জিহাদ করল না, অথবা জিহাদ করার চিন্তাও তার মনের মধ্যে জাগল না সে মুনাফেকীর উপর মৃত্যু বরণ করল। *(মুসলিম)*

নিচের কথাগুলো স্মরণে রাখতে হবে–

১. যে কোন একটি ইসলামী দলের সাথে থেকে জিহাদের দায়িত্ব পালন করতে হবে।

২. আমার দলই একমাত্র ইসলামী দল অন্য কোন দল ইসলামী দল নয়- এমন দোকানদারী মনোভাব রাখা ঠিক হবে না।

৩. মত পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও এক থাকা- এভাবে যে, কেউ কোন ইসলামী দলের বিরুদ্ধে বলবে না।

৪. যতটুকু বিষয়ে এক হওয়া যায় তার ভিত্তিতেই ঐক্য গড়ে তোলা।

৫. ঘন ঘন দেখা সাক্ষাৎ তোহফা আদান প্রদান ও আলাপ আলোচনার মাধ্যমে দূরত্ব কমিয়ে আনা ও কমপক্ষে যুগপৎ আন্দোলন চালিয়ে যাওয়া।

বাড়ীর কাজে

১. স্ত্রীকে বাড়ির কাজে ও রান্নার কাজে সহযোগিতা করতে হবে।

২. ঘরবাড়ি ঝাড়ু দিয়ে পরিষ্কার করা। জুতা সেন্ডেল পরিষ্কার করা, গাভীর দুধ দোহন করা, কাপড় কাচা কাজগুলো নিজ হাতে করার চেষ্টা করতে হবে।

৩. শিশু সন্তানকে আদর করে চুমু দিলে আল্লাহর রহমত বর্ষিত হয়। *(বুখারী)*

৪. বাড়ীর সদস্যগণকে একে অপরকে সালাম দেয়ার পদ্ধতি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে চালু করতে হবে।

www.nagorikpathagar.org

৫. বাড়ীর কাপড় চোপড় আলনায় গুছিয়ে রাখা, মশারী-চাদর ও বালিশ গুছিয়ে রাখার অভ্যাস চালু করতে হবে।

৬. নামাজের সময় একে অপরকে জাগিয়ে ও স্মরণ করিয়ে দিতে হবে।

৭. বাড়ীতে মেহমান আসলে বিনা মেহমানদারীতে যাতে ফিরে না যায়, এক গ্লাস সরবত দিয়ে হলেও মেহমানদারী করতে হবে।

গীবতের সময়ে

অনুপস্থিতিতে কারো সমালোচনার নাম গীবত। এ সমালোচনা শুনলে সে ব্যক্তি কষ্ট পেত- এটাই গীবতের বৈশিষ্ট্য। গীবত হারাম। আল্লাহ বলেন,

وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا اَ يُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّأْكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْهُ ـ (الحجرات : ١٢)

"তোমরা একে অপরের গীবত করো না- তোমাদের কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের গোশত খেতে পছন্দ কর? বরং তোমরা ঘৃণা করে থাক।"

১. কুরআন শরীফে সূরা হুজুরাতে গীবতকে মৃত ভায়ের গোশত খাবার সাথে তুলনা করা হয়েছে। হাদীসে গালমন্দ করাকে ফাসেকী বলা হয়েছে।

২. হাদীসে গীবতকে যেনার চেয়ে কঠিন গুনাহ বলা হয়েছে।

৩. গীবত চর্চাকারী বৈঠক বন্ধ করতে হবে।

৪. গীবত যার করা হচ্ছে তার সাথে উক্ত ব্যক্তির সাক্ষাতে বিষয়টির সমাধান করে দিতে হবে। ঝগড়া বিবাদ মিটাতে অসত্য কথা বলা দোষণীয় নয়।

৫. গীবত অনুষ্ঠানে অভিশাপ বর্ষিত হয়। অভিশপ্ত স্থান থেকে প্রতিবাদ করে ওয়াক আউট করতে হবে। (চলে যেতে হবে)।

৬. اِنَّ مِنْ كَفَّارَةِ الْغِيْبَةِ اَنْ تَسْتَغْفِرَ لِمَنِ اغْتَبْتَهُ ـ

গীবতের কাফফারা হল যার গীবত করা হয়েছে তার মাগফেরাত কামনা করা। *(মিশকাত)*

www.nagorikpathagar.org

৭. জিহ্বা ও লজ্জস্থানের জামিন হতে পারলে রাসূলুল্লাহ (সঃ) তার জন্য জান্নাতের জামিন হবেন।
৮. গীবতকারীর গোনাহ বৃদ্ধি হয়। পক্ষান্তরে যার গীবত করা হয় তার গুনাহ্ কমে যায়।

জালেম ও মজলুমের প্রতি

আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা আল কুরআনে বলেন, লুকমান তার সন্তানকে অসিয়ত করেন–

يَا بُنَىَّ لاَتُشْرِكْ بِاللّٰهِ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ - (لقمان : ١٣)

"হে বৎস আল্লাহর সাথে শরীক করো না, নিশ্চয় আল্লাহর সাথে শিরক করা সবচেয়ে বড় জুলুম।" (সূরা লোকমান- ১৩)। অন্যের হক নষ্ট করা বা করতে সাহায্য করা দুটোই বড় অপরাধ। মনে রাখতে হবে ঃ

لاَ تَظْلِمُوْنَ وَلاَ تُظْلَمُوْنَ -

১. নিজে জুলুম করবে না এবং অপরের জুলুম বরদাশত করবে না।
২. অপরের অত্যাচার থেকে মজলুমকে বাঁচালে মজলুমের সাহায্য করা হয়।
৩. জালেমের হাতকে জুলুম করা থেকে ফিরাতে পারলে জালেমকেও সত্যিকার অর্থে সাহায্য করা হয়।
৪. অন্যায় ও জুলুম হচ্ছে দেখে চুপ করে কেটে পড়া, এ ধরনের লোক ঈমানদার হতে পারে না। হাত দ্বারা, কথা দ্বারা ও অন্তর দ্বারা বাধা দেয়ার চেষ্টা করতে হবে।
৫. জালেমের এবাদত কবুল হয় না। আর মজলুমের দোয়া আল্লাহর কাছে সরাসরি পৌছে যায় (কবুল হয়)।

কুলী মজুর ও রিকশাওয়ালার প্রতি

অসহায় শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষার জন্য আল্লাহ্ সংগ্রাম করার তাগিদ দিয়েছেন। ধনীর পাঁচশত বছর আগে গরীব লোক বেহেশতে যাবে। এদেরকে গুরুত্ব দিতে হবে ঃ

www.nagorikpathagar.org

১. কুলী, মজুর, রিকশাওয়ালাকে সাধারণত মানুষেরা আগে সালাম দেয় না। তাই প্রথমে তাদেরকে সালাম দিয়ে সম্মান দিতে হবে।

২. তুই তাকার করে কথা না বলে বয়সে বড় হলে আপনি এবং ছোট হলে তুমি বলে সম্বোধন করতে হবে।

৩. তাদের সাথে কথা হলে তাদের স্বাস্থ্যের খবর, পরিবারের খবর নিয়ে সহানুভূতি প্রদর্শন করতে হবে।

৪. তাদের সহ খেতে বসলে একসাথে এবং কমপক্ষে একই মানের খাবার দিতে হবে।

৫. তাদেরকে সহজ ভাষায় ইসলামের দাওয়াত দিতে হবে।

৬. اَلْكَاسِبُ حَبِيْبُ اللّٰهِ ـ

“শ্রমিক আল্লাহর বন্ধু।”

সালাম দেয়ার সময়ে

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন,

وَاِذَا حُيِّيْتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوْا بِاَحْسَنَ مِنْهَا اَوْ رُدُّوْهَا ـ

“আর যখন কেউ তোমাদেরকে সালাম করবে তখন তাকে উত্তম জওয়াব দাও অথবা তার সমান।” *(আন নিসা- ৮৬)*

কুরআন শরীফে সালাম দেয়ার কথা এবং সালামের উত্তর সালাম দাতার চেয়ে উত্তম ভাষায় দিতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তাই ঃ

১. সালাম আগে দেয়া বেশী সওয়াব। গর্ব অহংকার থেকে মুক্ত থাকা যায়। পারস্পরিক ভালবাসা বৃদ্ধি পায়।

২. মাথা নত না করে মুসাফাহার মাধ্যমে অথবা অন্ততঃ হাতের ইশারা করে সালাম বলা দরকার।

৩. সালামের সাথে ‘রহমাতুল্লাহ’ ও ‘অবারাকাতুহু’ যথাসম্ভব যোগ করলে বেশী নেকী পাওয়া যায়।

৪. নিজের মা-বাপ, ভাই-বোন, স্বামী-স্ত্রী, সন্তান-সন্তুতি, আত্মীয়-প্রতিবেশীকে অবশ্যই সালাম দিতে হবে। চেনা-অচেনা সকলকেই সালাম দিতে হবে।

www.nagorikpathagar.org

৫. বাড়ীতে প্রবেশ ও বের হবার সময় সালাম বলবে।

৬. রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন, ছোট বড়কে, আরোহী পথচারীকে, পথচারী বসা ব্যক্তিকে এবং সংখ্যায় ছোট দল বড় দলকে সালাম বলবে। হাদীসটি হচ্ছে-

يُسَلِّمُ الصَّغِيْرُ عَلَى الْكَبِيْرِ وَالْمَارُّ عَلَى الْقَاعِدِ وَالرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِيْ -

৭. মুমিন তার ভায়ের কল্যাণ কামনা করে, সে উপস্থিত থাকুক আর না থাকুক। হাদীসের ভাষায় ঃ

وَيَنْصَحُ لَهُ اِذَا غَابَ اَوْ شَهِدَ - (نسائى)

৮. মুসলিম অমুসলিম মিশ্রিত থাকলে মুসলমানদের প্রতি নিয়াত করে সালাম করতে হবে।

৯. কেউ সালাম পাঠালে তার জবাবে বলতে হবে 'আলায়কা অ আলায়হিস সালাম।'

প্রতিবেশীর প্রতি

হযরত জিবরাইল (আঃ) প্রতিবেশীর হক সম্পর্কে বলার জন্য এতো বেশী আসতেন যাতে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর ধারণা সৃষ্টি হয়েছিল যে প্রতিবেশীকে ওয়ারিশ বানানো হবে। সেজন্য ঃ

১. প্রতিবেশী খেতে পেল না, আমি খেলাম এমন যেন না হয়। আল্লাহর কসম সে মুমিন নয় যার অনিষ্ট থেকে প্রতিবেশী নিরাপদ নয়।

২. যে প্রতিবেশীর দরজা যত কাছে তার হক ততো বেশী। গরু ছাগল হাঁস মুরগী নিয়ে প্রতিবেশীর সাথে ঝগড়া করা যাবে না।

৩. নিজের বাচ্চাদের ফলমূল দিলে প্রতিবেশীর বাচ্চাকেও দিতে হবে। দিতে না পারলে খোসা লুকিয়ে রাখবে যাতে তারা দেখে কষ্ট না পায়। মাঝে মাঝে প্রতিবেশীর বাড়ীতে ভাল খাবার বা তরকারী হাদিয়া তোহফা পাঠাতে হবে।

www.nagorikpathagar.org

৪. কোন মুসলমানকে গালি দেয়া ফাসেকী আর লড়াই করা হচ্ছে কুফরী। *(বুখারী, মুসলিম)*

৫. সংলগ্ন সম্পত্তিতে প্রতিবেশী বেশী হকদার (বুখারী)। নিজের আরামের চেয়ে প্রতিবেশীর আরামের দিকে খেয়াল রাখতে হবে।

৬. সেই প্রকৃত মুসলমান যার মুখ ও হাত থেকে সমস্ত মুসলমান নিরাপদ। *(বুখারী, মুসলিম)*

টেলিফোনে

যারা টেলিফোন করেন বা ধরেন তারা নিয়মনীতি না মানার কারণে "আপনি কে" বলে উভয়ে কথা কাটাকাটি করে সময় ও পরিবেশ উভয়ই দুটোই নষ্ট করে থাকেন। সেজন্য ঃ

১. বিস্‌মিল্লাহ বলে টেলিফোন উঠাতে হবে এবং ডায়াল ঘুরাতে হবে অথবা কানের কাছে ধরতে হবে।

২. 'হ্যালো' শব্দ বলার পরিবর্তে আস্‌সালামু আলাইকুম- আমি 'উমুক' বলছি বলতে হবে। এতে নেকীও হল, সময়ও বাঁচল, পরিবেশও ভাল হল।

৩. টেলিফোনের পাশে নোট খাতা ও কলম রেখে প্রয়োজনীয় কথা নোট করে নিয়ে কথা সংক্ষেপ করতে হবে।

৪. কথা শেষে 'আসসালামু আলাইকুম' বলে শেষ করতে হবে।

৫. সে নিজের জন্য যা পছন্দ করে অপরের জন্য তাই পছন্দ করবে।

হাদীসের ভাষায় ঃ وَيُحِبُّ لَهُ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ - (ترمذی)

৬. টেলিফোন লাইন ব্যস্ত থাকলে (engaged) কিছুক্ষণ সময় অপেক্ষা করতে হবে।

চিঠি লেখার সময়ে

চিঠি লিখা একটি প্রয়োজনীয় কাজ। সকল লোকের সাথে সরাসরি কথা বলার সুযোগ ও সময় হয় না তখন চিঠি লিখে কাজ করতে হয়। সেজন্য ঃ

www.nagorikpathagar.org

১. শুরুতে বিসমিল্লাহ ও সম্বোধনে আসসালামু আলাইকুম এবং সবশেষে আসসালামু আলাইকুম সহ আল্লাহ হাফেজ লিখা অভ্যাস করতে হবে।

২. 'ভাল আছি' কথাটি বলার পূর্বেই আলহামদুলিল্লাহ বলা বা লিখা জরুরী।

৩. প্রয়োজনীয় কথা শেষ করে এ কথা কয়টি যোগ করা- কুরআন অর্থসহ বুঝা, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ জামায়াতে হয় কিনা, দাওয়াতে দ্বীনের কাজ হচ্ছে কিনা... তার খোঁজ খবর নেয়া।

৪. সালামের জবাব দেয়া যেমন জরুরী হয়ে পড়ে তেমনি কেউ পত্র লিখলে জবাব দেয়াও জরুরী মনে করতে হবে।

৫. রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইসলামের যে দাওয়াতী চিঠি লিখেছিলেন তার নিয়ম প্রথমে প্রেরকের নাম ও পরিচয়, প্রাপকের নাম ও পরিচয়, অতঃপর সালাম, দোয়া ও বক্তব্য লিখেছিলেন।

ক্রোধ ও হাসির সময়ে

আল্লাহ তায়ালা ঈমানদারদের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলেন-

وَالْكَاظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ - (آل عمران : ١٣٤)

"যারা ক্রোধকে হজম করে ও লোকদেরকে মাফ করে দেয়।"

রাসূলুল্লাহ (সঃ) যে কুস্তিতে হারিয়ে দেয় তাকে বীর পুরুষ বলেন নাই বরং যে ক্রোধের সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে তাকেই বীর পুরুষ বলেছেন। এ বিষয়ে লক্ষ্য রাখতে হবে ঃ

১. কারো জন্য তার মুসলমান ভায়ের সাথে তিন রাতের বেশী দেখা সাক্ষাত বন্ধ রাখা জায়েজ নেই। *(বুখারী)*

২. রাগ বা ক্রোধ করতে নিষেধ করতে হবে। প্রয়োজনে বার বার বলতে হবে। ক্রোধ, হিংসা ও শক্রতা দ্বীনকে মুণ্ডন করে দেয়।

৩. রাগ হলে 'আউযুবিল্লাহি মিনাশ শায়ত্বনির রাজীম" বলতে হবে। ফলে রাগ উপশম হবে।

৪. রাগের মাত্রা বেশী হলে (ক) বসে পড়তে হবে (খ) শুয়ে যেতে হবে (গ) ওজু করতে হবে।

www.nagorikpathagar.org

৫. রাগের পর যে ব্যক্তি প্রথমে সালাম দ্বারা (পুন কথাবার্তা) সূচনা করে সেই উত্তম। *(বুখারী)*

৬. আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য যে ক্রোধের ঢোক গলধঃকরণ করে আল্লাহর দৃষ্টিতে তার চেয়ে কোন শ্রেষ্ঠ ঢোক বান্দা গলধঃকরণ করে না। *(তিরমিযী)*

৭. মৃদু ও মুচকী হাসি ভাল। শব্দ করে হাসা ভাল নয়। সাহাবীগণ পরস্পরে খরবুজের ছোলা নিক্ষেপ করে হাসতেন।

৮. হাসিমুখে কথা বলাও একটি সাদকা।

আমানত রক্ষার ব্যাপারে

টাকা পয়সা ও সম্পদের যেমন আমানত রক্ষা করতে হবে তেমনি কথার আমানতও রক্ষা করতে হবে।

১. যে আমানত রক্ষা করে না তার ঈমান নেই। *(বুখারী)*

لاَ اِيْمَانَ لِمَنْ لاَ اَمَانَةَ لَهُ -

২. সম্পদ অর্থ যে অবস্থায় আমানত রাখে সে অবস্থায় ফেরৎ দেয়া উত্তম আমানতদারী।

৩. কথার আমানত রক্ষা করা অর্থাৎ যার কথা তাকেই বলা যে ফোরামের কথা সেখানেই বলা। তার বাইরে যেখানে বলা কাম্য নয় সেখানে বলা আমানতের খেয়ানত।

৪. যে যার উপযুক্ত তাকে সেখানে রাখা বা মতামত (ভোট) দেয়াও একটি আমানত।

৫. আমানত নষ্ট করে থাকলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কাছে তা ফেরৎ দিয়ে ক্ষমা চেয়ে নিতে হবে।

পশু পাখির প্রতি

পৃথিবীতে যা আছে তার প্রতি রহম করো তাহলে আসমানে যিনি আছেন তিনি তোমাকে রহম করবেন।

www.nagorikpathagar.org

রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন ঃ

اِرْحَمْ مَنْ فِى الاَرْضِ يَرْحَمْكَ مَنْ فِى السَّمَاءِ ـ

“জমীনে যারা আছে তাদেরকে রহম করো তাহলে আসমানে যিনি আছেন তিনি তোমাকে রহম করবেন।”

১. পাখীর বাসা হতে পাখীর বাচ্চাদের নিয়ে এসে বা আনন্দের জন্য অনর্থক আবদ্ধ করে তাদের মা, বাপকে কষ্ট দেয়া নিষ্ঠুরতা ও অন্যায়।

২. যে সব পশুপাখীর গোশত খাওয়ার উপযোগী নয়, সেগুলোকে শুধু মনের আনন্দের জন্য হত্যা করা যাবে না।

৩. যে সব পশু থেকে উপকার নেয়া হয়, তাদের শক্তির অতিরিক্ত কাজ নিবে না, তাদেরকে নিষ্ঠুরভাবে প্রহার করা যাবে না। রাসূল (সাঃ) পশুর মুখমণ্ডলে মারতে নিষেধ করেছেন। *(বুখারী)*

৪. গৃহপালিত পশুপাখীর থাকা খাওয়ার সুবন্দোবস্ত করতে হবে। না পারলে ছেড়ে দিতে হবে। যমীনের ঘাস ও পোকামাকড় খেয়ে তারা বাঁচবে।

৫. খাবার জন্য যবেহ করার অথবা ক্ষতিকারক হবার কারণে হত্যা করার সময় ধারালো অস্ত্র দ্বারা অতি শীঘ্র যবাই করতে হবে, ভোতা অস্ত্র দ্বারা কষ্ট দেয়া যাবে না।

৬. অতীতে একজন মহিলা একটি বিড়ালকে খেতে না দিয়ে বেঁধে রেখে মেরে ফেলেছিল। এজন্য সে জাহান্নামে গেল। *(বুখারী)*

অবসর সময়ে

মানুষের জীবন খুবই সংক্ষেপ। সময়ের অপচয়ের কোন সুযোগ এখানে নেই। নির্ধারিত সময় আসলে এক মুহূর্ত বিলম্ব করা হবে না। তাই ঃ

১. অবসর সময় পেলে তা গনীমত মনে করে কাজে লাগাতে হবে। কুরআন অধ্যয়ন, হাদীস অধ্যয়ন, ইসলামী বই অধ্যয়ন, আল্লাহর তাসবীহ, সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহু আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, সুবহানাল্লাহি ওয়া বেহামদিহী সুবহানাল্লাহিল আজিম, দরুদ

www.nagorikpathagar.org

শরীফ ও বিভিন্ন সূরার মুখস্থ অংশ তেলাওয়াত করে সময় কাজে লাগাবে। বাজে চিন্তা ও বাজে গল্প করে সময় নষ্ট করা যাবে না।

২. নিজের খারাপ ও গুনাহর কাজগুলো সম্পর্কে চিন্তা করে অনুশোচনা সহ মাফ চাইতে হবে এবং অন্যের ব্যাপারে চিন্তা আসলে তার ভাল গুনের কথা চিন্তা করতে হবে, খারাপ ধারণা কখনও করা যাবে না।

৩. চিন্তা করতে হবে আল্লাহ ও তার রাসূল (সঃ) যা চান তার কি কি আমার মধ্যে নেই, তা অর্জন করতে হবে এবং যা চান না তার কি কি আমার মধ্যে আছে তা বর্জন করতে হবে।

৪. মৃত্যুর পর কোন আমল সাথী হবে তা চিন্তা করা ও সংগ্রহ করা।

৫. নীরবতা যেন হয় আখেরাতের চিন্তা ও ফিক্‌র।

দাওয়াতী কাজে

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন-

اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ـ

"আল্লাহর পথে মানুষকে ডাক বুদ্ধিমত্তা ও উত্তম নসিহতের মাধ্যমে।" নবী রাসূলগণ সহ আল্লাহর সকল বান্দাগণ এ কাজ করে গেছেন। তাই ঃ

১. এমন কোন দিন যেন না যায় যেদিন কাউকে আল্লাহর পথে দাওয়াত দেয়া হল না। দাওয়াত দেয়ার সাথে সাথে সাহসের সঙ্গে নিজেও সে কাজ করতে হবে।

২. এমন কোন ব্যক্তি যেন ছুটে না যায় যার সাথে দুনিয়ার সকল কথা বলা হল কিন্তু দ্বীনের দাওয়াতের কথা বলা হল না। দাওয়াতী কাজ না করলে দোয়া কবুল হয় না।

৩. মানুষের ভাল গুণের কদর ও সম্মান করার মধ্য দিয়ে কাজ শুরু করতে হবে।

৪. সাদকায়ে জারিয়ার নিয়াত করতে হবে। আমি মরে গেলে আমার কুরআন অধ্যয়ন, আমার নামাজ, আমার আল্লাহর পথে খরচ ইত্যাদি আমল বন্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু আমি যাকে কুরআন ধরিয়েছি, নামাজ ধরিয়েছি, আল্লাহর পথে খরচ করা শুরু করিয়েছি- তার আমলের সমপরিমাণ নেকী যেন কবরে গিয়েও পেতে পারি- এ চিন্তা করে দাওয়াতী কাজ অব্যাহত রাখতে হবে।

www.nagorikpathagar.org

৫. অন্যায় ও পাপকে ন্যায় ও পুণ্যের দ্বারা দূরীভূত করতে হবে। মন্দকে ভাল দ্বারা মুকাবিলা করতে হবে।

৬. অন্যায় দেখলে হাত বা শক্তি দিয়ে না পারলে মুখ দিয়ে না পারলে অন্তর দিয়ে প্রতিহত করতে হবে- এটা ঈমানের দাবী।

দায়িত্বশীলদের প্রতি অধীনস্থদের

রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন,

مَنْ اَطَاعَنِىْ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ وَمَنْ عَصَانِىْ فَقَدْ عَصَى اللّٰهَ وَمَنْ يُّطِعِ الاَمِيْرَ فَقَدْ اَطَاعَنِىْ وَمَنْ يَعْصِ الاَمِيْرَ فَقَدْ عَصَانِىْ - (متفق عليه)

"যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করে সে আল্লাহর আনুগত্য করে, যে ব্যক্তি আমার নাফরমানী করে সে আল্লাহর নাফরমানী করে। যে আমীরের আনুগত্য করে সে আমার আনুগত্য করে এবং যে আমীরের নাফরমানী করে সে আমার নাফরমানী করে।" তাই আল্লাহর ও তার রাসূলের আনুগত্যকে সামনে রেখে ঃ

১. আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই দায়িত্বশীলের নির্দেশকে পবিত্র ও বাধ্যতামূলক মনে করতে হবে যদি তা শরীয়ত পরিপন্থী না হয়। মনে ভাল লাগলেও মনে ভাল না লাগলেও, পছন্দ হলেও পছন্দ না হলেও আনুগত্য করতে হবে।

২. সালাম দিয়ে সময় চেয়ে নিয়ে কথা বলার ব্যবস্থা নিতে হবে। দায়িত্বশীল সাধারণত ব্যস্ততার মধ্যে জীবন যাপন করে থাকেন- তাই জরুরী প্রয়োজনেই সময় নেয়া দরকার। অপ্রয়োজনে সময় না নেয়াই উত্তম।

৩. দায়িত্বশীলের কথা সম্মানের সাথে মনোযোগ দিয়ে শুনতে হবে, প্রয়োজনে নোট করে নিতে হবে।

৪. গলার স্বর সংযত করতে হবে ও ভাষায় মার্জিত হবার চেষ্টা করতে হবে।

www.nagorikpathagar.org

৫. যতদূর সম্ভব কম সময় নিয়ে কথা বলার পর সালাম দিয়ে দোয়া চেয়ে সাক্ষাত শেষ করতে হবে। অযথা বসে থেকে অন্যের সময় নষ্ট করা উচিৎ নয়।

৬. মনে রাখতে হবে 'এপোয়িন্টমেন্ট' (যোগাযোগের মাধ্যমে সময় নির্ধারণ) নিয়েই দায়িত্বশীলের সাথে সাক্ষাতের জন্য যাওয়া নিরাপদ।

৭. অনিবার্য অনুপস্থিতি ও ব্যস্ততা বা গুরুত্বপূর্ণ কোন বৈঠক চলার কারণে দেখা করতে না পারলে মনের মধ্যে কোনো ব্যথা, সন্দেহ বা খারাপ ধারণা নেয়া ঠিক হবে না। সব সময় সকলের জন্য হুসনে যন বা ভাল ধারণা রাখতে হবে।

অধীনস্থদের প্রতি দায়িত্বশীলদের

রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন,

اَلاَ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ -

তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল। তোমাদের প্রত্যেককেই তাদের অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। সেজন্য ঃ

১. আদর্শ স্থাপনের জন্যই আগে সালাম দেয়ার চেষ্টা করতে হবে।

২. সালাম মুসাফার সাথে সাথেই কেমন আছেন, বাসার খবরাখবর ভালো তো?' এ জাতীয় সংক্ষিপ্ত বাক্য দ্বারা স্বাগত জানানো।

৩. সময় থাকলে ডেকে নিয়ে তার এলাকার সংক্ষিপ্ত খোঁজ খবর নেয়া। কথা শুনার সময় মনোযোগ দেয়া এবং এ সময় পত্রিকা বা কোন কিছু না পড়া। একান্ত প্রয়োজনে অনুমতি নিয়ে পড়া।

৪. সময় না থাকলে ভালভাবে বুঝিয়ে পরে যোগাযোগ করে সময় নিয়ে আসার জন্য বলা।

৫. হাল্কা হলেও মেহমানদারী করা।

৬. সময় অভাবে আলাদা আলাদা সময় দিতে না পারলে অপেক্ষমান সাক্ষাত প্রার্থী সকলকেই একসাথে বসিয়ে সালাম মুসাফা করে কাগজপত্র রেখে দেয়া অথবা পরবর্তীতে সময় দেয়া।

www.nagorikpathagar.org

৭. বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে কেউ যাতে এমন অবস্থায় ফিরে না যায় যে দেখা করতে আসল অথচ সালাম মুসাফা করতে পারল না।

মুখ ও লজ্জাস্থানের আচরণ

রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন,

مَنْ يَضْمَنُ لِىْ مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ اَضْمَنُ لَهُ الْجَنَّةَ ـ

"তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি তার দু'ঠোঁটের মধ্যে যা আছে তার (মুখের) এবং দু'পায়ের মধ্যে যা আছে তার (লজ্জাস্থানের) জামিন নিতে পারে আমি তাকে জান্নাতে নিয়ে যাবার ব্যাপারে জামিন হলাম।" তাই মনে রাখতে হবে ঃ

১. বল্লমের আঘাত শুকিয়ে যায়, কিন্তু মুখের আঘাত শুকায় না।

২. মহা বিপদের দিনে মুখ বন্ধ হয়ে যাবে, হাতে কথা বলবে, পা সাক্ষী দিবে। কান-চোখ সাক্ষী দিবে। চামড়া কথা বলবে- অতএব সাবধান।

৩. লজ্জাস্থান নিয়ন্ত্রণের জন্য মাঝে মধ্যেই রোজা রাখতে হবে।

৪. যার মুখ ও হাত হতে অন্য মুসলমান নিরাপদ সেই প্রকৃত মুসলমান।

চির বিদায়ের পূর্বে

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন,

قُلْ اِنَّ الْمَوْتَ الَّذِىْ تَفِرُّوْنَ مِنْهُ فَاِنَّهُ مُلقِيْكُمْ ـ (الجمعة : ٨)

"বল, যে মৃত্যু থেকে তোমরা পালাতে চাও সে মৃত্যু অবশ্যই তোমাদেরকে ধরবে।" *(জুমআ- ৮)*

পরপারের ডাক কখন কার আসে বলা যায় না। তাই চির বিদায় গ্রহণের জন্য অসিয়তনামা প্রস্তুত রাখাই ভাল। নিজের আপনজনদের বলে যেতে হবে ঃ

১. তোমরা কখনও কেউ কোন অবস্থায়ই আল্লাহর সাথে শিরক করবে না।

২. জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত আল্লাহ ও তার রাসূল (সঃ) এর আইন কানুন মেনে চলবে এবং তা প্রতিষ্ঠা করার ব্যাপারে মাল ও জান দিয়ে সর্বাত্মক চেষ্টা (জিহাদ) চালিয়ে যাবে।

www.nagorikpathagar.org

৩. আমি চলে গেলে তোমরা কেউ কান্নাকাটি করবে না, সবর করবে এবং "আল্লাহুম্মাগফেরলাহু অরহামহু.." (হে আল্লাহ তাকে মাফ কর, তাকে রহম কর..) বলে দোয়া করবে।

৪. আখেরাতকে সব সময় এক নম্বরে স্থান দিবে। দুনিয়াকে কখনও এক নম্বরে যেতে দিবে না। বরং দুনিয়ার জীবনের সুখ সুবিধাকে আখেরাতের বিনিময়ে বিক্রি করে দিবে। মনে রাখবে দুনিয়ার বাড়ী তোমার বাড়ী নয়। আখেরাতের বাড়ীই তোমার আসল বাড়ী।

৫. পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ জামায়াতে কায়েম করবে ও নামাজীদের দলে থাকবে।

৬. মানুষের কল্যাণ করবে বিশেষ করে ইয়াতীম ও মিসকিনকে খাবার দিবে। প্রয়োজনে তাদের বাড়ীতে খাবার ও অর্থ পৌঁছাবে।

৭. চোখের পানিতে সিক্ত মুনাজাতে আল্লাহর কাছে মাগফিরাত ও রাহমাত কামনার সময় "আমার কথা ভুলে যেও না, আমাকে মনে রেখ।"

ঋণ পরিশোধে

রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন,

مَنْ ضَارَّ ضَارَّ اللّٰهُ بِهِ وَمَنْ شَاقَّ شَاقَّ اللّٰهُ بِهِ ۔ (ابن ماجة، ترمذى)

যে ব্যক্তি কারো ক্ষতি করল, আল্লাহ তার ক্ষতি করবেন, যে ব্যক্তি কাউকে কষ্ট দিল আল্লাহ তাকে কষ্ট দিবেন। *(ইবনে মাজা, তিরমিযী)*

আল্লাহর হক ও বান্দার হক দুটোই আদায় করতে হবে। আল্লাহর হকের ক্ষমা পাওয়া যাবে কিন্তু বান্দাহর হক নষ্ট হলে সংশ্লিষ্ট বান্দাহ ক্ষমা না করলে ক্ষমা পাওয়া যাবে না।

১. দুনিয়াতেই বেঁচে থাকতেই অপরের পাওনা ও হক যে কোন মূল্যে আদায় ও পরিশোধ করতে হবে।

২. শহীদের সকল গুনাহই মাফ হবে কিন্তু ঋণ মাফ হবে না।

৩. ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা করে জানাজার নামাজ পড়া উচিত।

৪. যে ব্যক্তি কোন মুসলমানকে কষ্ট দিল, সে আল্লাহকে কষ্ট দিল। *(তাবরানী)*

www.nagorikpathagar.org

কবরস্থানের প্রতি

দুনিয়া সৃষ্টি হতে আজ পর্যন্ত কোটি কোটি মানুষ পৃথিবী হতে বিদায় নিয়ে কবরস্থানে অবস্থান করছেন। তারা ডুবন্ত যাত্রীর মত সাহায্যের জন্য তাকিয়ে আছেন। সেজন্য ঃ

১. আত্মীয় অনাত্মীয় সকল ঈমানদারের জন্য দোয়া করতে হবে।

মুসলমানদের কবরস্থান দেখলে এ দোয়া পড়তে হবে-

اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ يَا اَهْلَ الْقُبُوْرِ يَغْفِرُ اللّٰهُ لَنَا وَلَكُمْ اَنْتُمْ سَلَفُنَا وَنَحْنُ بِالاَثَرِ ـ (ترمذى)

"আস্‌সালামু আলাইকুম ইয়া আহলাল কুবুরে ইয়াগফেরুল্লাহো লানা অলাকুম অ আনতুম সালাফুনা অ নাহনু বিল আছার।" হে কবরবাসী তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক, আল্লাহ আমাদেরকে মাফ করুন এবং তোমাদেরকেও মাফ করুন। তোমরা আগে গিয়েছ আমরা পিছনে আসছি"।

২. মাঝে মাঝেই কবর জিয়ারত করে মৃত্যু ও আখেরাতের স্মরণ করতে হবে।

৩. হযরত আলী (রাঃ) বলেন,

اِرْتَحَلَتِ الدُّنْيَا مُدْبِرَةً وَارْتَحَلَتِ الاٰخِرَةُ مُقْبِلَةً وَلِكُلٍّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بَنُوْنَ فَكُوْنُوْا مِنْ اَبْنَاءِ الاٰخِرَةِ وَلاَ تَكُوْنُوْا مِنْ اَبْنَاءِ الدُّنْيَا، اِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلاَحِسَابٌ وَغَدًا حِسَابٌ وَلاَ عَمَلٌ ـ (على رضى الله عنه)

"দুনিয়ার জীবন ক্রমশই তোমাকে ছেড়ে যাচ্ছে আর আখেরাতের জীবন ক্রমশই এগিয়ে আসছে। এদের প্রত্যেকেরই সন্তান আছে। অতএব তুমি আখেরাতের সন্তান হও, দুনিয়ার সন্তান হয়ো না। আজকের দিনে কাজ করার সুযোগ আছে হিসাব নেয়ার ব্যবস্থা নেই। কিন্তু আগামীকাল শুধু হিসাব আর হিসাব দিতে হবে কাজ করার সুযোগ পাবেনা। *(মিশকাত)*

www.nagorikpathagar.org

কতিপয় নমুনা

১. রাসূলুল্লাহ (সঃ) বাড়ীর সদস্যদের সাথে কাজে লেগে যেতেন। যখন নামাজের সময় হতো তখন নামাজে চলে যেতেন। "তিনি ফরজ নামাজ মসজিদে আদায় করতেন। সুন্নাত ও নফল নামাজ বাড়ীতে আদায় করতেন এবং বলতেন তোমাদের বাড়ীগুলোকে কবরে পরিণত করো না।"

২. রাসূলুল্লাহ (সঃ) অধিকাংশ সময় হাসি খুশী থাকতেন। তার চেয়ে অধিক হাসিখুশী লোক দেখা যেত না।"

৩. মুসাফাহা করার সময় তিনি আগে কখনও হাত ছেড়ে দেননি, যতক্ষণ অন্য লোক নিজেই তার হাত ছাড়িয়ে না নিত।

৪. খাদেমকে কখনও গালি দেননি, ধমক দেননি, মারপিট করেননি, চোখ রাঙাননি। কেউ খাদেমকে কিছু বললে বলতেন-

دَعُوْهُ فَلَوْ قُدِرَ شَيْءٌ كَانَ -

আরে রাখো তো, যদি সম্ভব হতো তাহলে তো করতই।

৫. তিনি কোন কিছু অপছন্দ করলে তার চেহারা মুবারক দেখেই বুঝা যেত।

৬. তিনি নিজের ব্যাপারে কারো থেকে কোনো প্রতিশোধ গ্রহণ করেননি। তবে আল্লাহর দ্বীনের বিধি বিধানের অবমাননা করা হলে তার প্রতিশোধ গ্রহণ করতেন।

৭. মদখোর ব্যক্তিকে তার সামনে আনা হলে তিনি লোকদের বলতেন 'ওকে পিটাও'। তখন সাহাবীরা কেউ হাত দিয়ে কেউ জুতা দিয়ে কেউ কাপড় পাকিয়ে মার দিত।

৮. কেউ কারো বিরুদ্ধে অভিযোগ নিয়ে আসাকে তিনি পছন্দ করতেন না। তিনি বলতেন তোমাদের ব্যাপারে আমার হৃদয় প্রশান্ত থাকুক এটাই আমি চাই।

www.nagorikpathagar.org

৯. রাসূল (সঃ) অপেক্ষা অধিক দানশীল, অধিক সাহসী, বীর ও অধিক ধৈর্যশীল কেউ ছিল না।

১০. তিনি কখনও কোন বস্তু সঞ্চয় করে রাখা পছন্দ করতেন না। তাৎক্ষণিক সাহাবাদের মধ্যে বণ্টন করে দিতেন।

১১. তার কাছে কোন কিছু চাওয়া হলে তিনি তা প্রদান করতেন। কাউকে বিমুখ করে ফিরাতেন না।

১২. খন্দক যুদ্ধে তিনি নিজে মাটি বহন করেছেন। ধুলায় তার বুকের পশমগুলো ঢেকে পড়েছিলো।

১৩. তিনি রুগীদের সেবা করতেন, জানাযার সংগে হেঁটে যেতেন, শ্রমিকদের দাওয়াত কবুল করতেন, জুতা সেলাই করতেন, দুধ দোহন করতেন, তালি লাগাতেন এবং বাড়ীর অন্যান্য কাজে সাহায্য করতেন।

১৪. তিনি সবার আগে সালাম দিতেন, দ্রুত পথ চলা অবস্থায়ও বাচ্চাদের সালাম দিতেন।

১৫. যখন কোন কঠিন সংকটে পড়তেন, তখন তিনি বার বার তার দাঁড়ি মুবারকে হাত বুলাতেন।

১৬. পর পর তিন দিন কোন পরিচিত মুসলিম ভায়ের সাক্ষাত না পেলে তার ব্যাপারে তিনি জিজ্ঞাসাবাদ করতেন।

১৭. এক বেদুইন তাঁর কাছে কিছু চাওয়ার সময় চাদর ধরে এত জোরে টান দিলো যে চাদরটি ছিঁড়ে গিয়ে এক পাশে ঝুলতে লাগল। এ আচরণ সত্ত্বেও কিছু না বলে তাকে কিছু দান করতে নির্দেশ দেন।

১৮. তিনি কখনো হা হা করে হাসতেন না। হাসলে মুচকি হাসি হাসতেন।

১৯. তিনি অধিকাংশ সময় চুপ থাকতেন এবং হাঁটার সময় পা তুলে দ্রুত গতিতে হাঁটতেন।

২০. তিনি কারো বাড়ীর দরজার ঠিক সামনে দাঁড়াতেন না, এক পার্শ্বে দাঁড়াতেন। আর অনুমতি ছাড়া গৃহে প্রবেশ করতেন না।

২১. কোন মজলিশ বা বৈঠক শেষে এ দোয়া পড়তেন-

سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ـ

www.nagorikpathagar.org

"আল্লাহ তুমি মহান ও পবিত্র। আমরা তোমারই প্রশংসা করি।"

২২. তিনি সুগন্ধি পছন্দ করতেন, নিজ স্ত্রীদের ঘরে গিয়ে সুগন্ধি খোঁজ করতেন। তার সবচেয়ে পছন্দময় সুগন্ধি ছিল 'উদ'।

২৩. তার মাথার টুপি মাথার তালুর সঙ্গে চেপে লেগে থাকতো। কোন কোন সময় সাদা টুপি পরিধান করতেন।

২৪. প্রথমে কোন নতুন পোশাক পরিধান করলে তিনি জুমার দিনে শুরু করতেন।

২৫. তিনি প্রত্যেক ঈদের সময় কারুকার্য করা ইয়ামনী চাদর পরিধান করতেন।

২৬. তিনি মাথায় কালো পাগড়ি বেঁধে মক্কায় প্রবেশ করেন। কালো পাগড়ি পরিহিত অবস্থায় খুতবা দিয়েছেন।

২৭. তিনি ডান হাতে আংটি পরতেন। আংটির পাথর খচিত দিকটি হাতের তালুর দিকে রাখতেন। তিনি বাম হাতেও আংটি পরেছেন।

২৮. তিনি খালি পায়ে ও জুতা পায়ে নামাজ পড়েছেন। নামাজ শেষে তিনি ডান ও বাম উভয় দিকে ফিরে বসেছেন। তিনি মোজার উপর মাসাহ করেছেন।

২৯. তিনি জুমআ ও ঈদের দিনে লাঠির উপর ভর দিয়ে খুতবা দিতেন।

৩০. নিম্নোক্ত জিনিসগুলো তিনি ব্যবহার করতেন- নামগুলো হল ঘোড়া-মুরতাজিয, খচ্চর-দুলদুল, গাধা-আফীর, উটনী-আযবা, তরবারী-জুলফিকার, বর্ম- যাতুল ফুজুল, উটনী- আলকাসওয়া, বড় পতাকা-উকাব এবং ছোট পতাকা যাতে লিখা ছিল-

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ -

৩১. যুদ্ধে তিনি সাংকেতিক শব্দ (কোড ওয়ার্ড) হিসেবে 'আমিত, আমিত (اَمِتْ اَمِتْ) ব্যবহার করতেন। এর অর্থ নিশ্চিহ্ন করে দাও।

৩২. তিনি শয়ন করতেন খেজুর ছালভর্তি চামড়ার বিছানা ও বালিশ দ্বারা।

৩৩. ঘুমানোর সময় তিনি সূরা এখলাস ফালাক ও নাস পড়ে তালুতে ফুঁ দিতেন এবং দুই হাত গোটা শরীরে মুছতেন- সূরা ত্রয় পড়তে থাকতেন।

www.nagorikpathagar.org

৩৪. আয়নায় নিজের চেহারা মুবারক দেখতেন এবং বলতেন

اَللّٰهُمَّ كَمَا حَسَّنْتَ خَلْقِىْ فَحَسِّنْ خُلُقِىْ -

"হে আল্লাহ আমার দেহের গঠন যেমন সুন্দর করেছো তেমনি আমার চরিত্র সুন্দর করো।"

৩৫. সফরের সময় তিনি যে সব জিনিস গুছিয়ে নিতেন ১. তেল ২. চিরুনী ৩. আয়না ৪. কেঁচি ৫. সুরমাদানী ৬. মিশওয়াক।

৩৬. তিনি মাথায় পর্যাপ্ত পরিমাণ তেল মাখতেন।

৩৭. তিনি রাতের শেষ ভাগে উঠে যে আয়াতটি কেঁদে কেঁদে পড়েছিলেন এবং তাতেই ভোর হয়ে গিয়েছিল- সেই আয়াতটি ঃ

اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَاِنْ تَغْفِرَ لَهُمْ فَاِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ -

"হে আল্লাহ তুমি যদি তাদের শাস্তি দাও তবে তারা তোমারই বান্দা, আর যদি তাঁদের ক্ষমা কর তবে তুমি সর্বজয়ী ও সর্বজ্ঞ।"

৩৮. প্রত্যেক নবীর কোন না কোন আকর্ষণীয় জিনিস থাকত। হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর আকর্ষণীয় জিনিস ছিল রাতের বেলা দাঁড়িয়ে আল্লাহর ইবাদত করা।

৩৯. তিনি কখনও গুণ গুণ শব্দে, কখনও উচ্চস্বরে কখনও নিম্ন স্বরে কুরআন পাঠ করতেন।

৪০. তিনি কখনও খাদ্য দ্রব্যের প্রতি দোষারোপ করতেন না। রুচি হলে খেতেন এবং অরুচি হলে তা বর্জন করতেন।

৪১. তিনি তিন নিঃশ্বাসে পানি পান করতেন, পানপাত্রে নিঃশ্বাস ফেলতেন না, দাঁড়িয়ে পানি পান করতেন না, (অজু ও জমজমের পানি ছাড়া) হেলান দিয়ে পানাহার করতেন না, মাটিতে দস্তর খান বিছিয়ে খেতেন এবং আঙ্গুল চেটে খেতেন।

www.nagorikpathagar.org

৪২. তিনি দুধ, মিষ্টি, লাউ, নবীযের সরবত বেশী পছন্দ করতেন। তিনি বলেন কদু মগজের শক্তি বাড়ায় ও স্মরণশক্তি প্রখর করে।

৪৩. তিনি যখন হাঁচি দিতেন তখন পূর্ণ মুখমণ্ডল ঢেকে নিতেন।

৪৪. তিনি ডান হাত ব্যবহার করতেন অজু ও আহার গ্রহণের জন্য। বাম হাতে পেশাব পায়খানার কাজ সারতেন।

৪৫. তিনি বেশিরভাগ বৃহস্পতিবার দিনই সফরে বের হতেন। কখনও সোমবারেও সফরে যাত্রা করতেন।

৪৬. তিনি মন্দনাম পরিবর্তন করে কোন ভাল নাম রেখে দিতেন। এক ব্যক্তির নাম শিহাব ছিল- তিনি বলেন তুমি শিহাব নও বরং তুমি হিশাম।

৪৭. তিনি জুমআর নামাজে যাবার পূর্বে নিজের গোঁফ ছোট করতেন ও হাতের নখ কাটতেন এবং তা দাফন করে দিতেন।

৪৮. হঠাৎ বৃষ্টি পড়া শুরু হলে তিনি তার গায়ের পোশাক কুঞ্চিত করতেন এবং বলতেন এই বৃষ্টি এই মাত্র তার রবের নিকট থেকে এসেছে। কাজেই এগুলো খুবই বরকতপূর্ণ।

৪৯. তিনি দুনিয়াটাকে গাছের ছায়াতলে আরাম করে তা ছেড়ে দেয়ার মত মনে করতেন এবং মনে করতে বলেছেন।

৫০. তিনি বলেছেন, আমার পরোয়ারদিগার আমাকে নয়টি কাজের নির্দেশ দিয়েছেন ঃ

(١) خَشْيَةُ اللّٰهِ فِى السِّرِّ وَالْعَلاَنِيَةِ ـ

১. প্রকাশ্যে ও গোপনে যেন আল্লাহকে ভয় করি।

(٢) وَكَلِمَةُ الْعَدْلِ فِى الْغَضَبِ وَالرِّضَا ـ

২. ক্রোধ ও সন্তুষ্টি উভয় অবস্থাতে যেন ন্যায় কথা বলি।

(٣) وَالْقَصْدُ فِى الْفَقْرِ وَالْغِنَاءِ ـ

www.nagorikpathagar.org

৩. অভাব ও স্বচ্ছলতা উভয় অবস্থায় যেন মধ্যম পন্থা অবলম্বন করি।

(٤) وَاَنْ اَصِلَ مَنْ قَطَعَنِىْ -

৪. যে আমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে তার সাথে আত্মীয়তা বহাল রাখি।

(٥) وَاُعْطِىْ مَنْ حَرَمَنِىْ -

৫. যে আমাকে বঞ্চিত করে আমি যেন তাকে দান করি।

(٦) وَاَعْفُوْ مَنْ ظَلَمَنِىْ -

৬. যে আমার প্রতি যুলুম করে আমি যেন তাকে ক্ষমা করি।

(٧) وَاَنْ يَكُوْنَ صَمْتِىْ فِكْرًا-

৭. নীরবতায় যেন আমি আল্লাহর চিন্তায় মগ্ন থাকি।

(٨) وَنُطْقِىْ ذِكْرًا -

৮. আমার কথা যেন আল্লাহর যিকরে পরিণত হয়।

(٩) وَنَظْرِىْ عِبْرَةً -

৯. আমার দৃষ্টি যেন উপদেশমূলক হয় এবং আমি যেন ভাল কাজের আদেশ করি।

আল্লাহ তায়ালা আমাদের সকলকেই হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা, কাজ ও অনুমোদনকে পুরোপুরি মেনে চলে দুনিয়ায় শান্তি ও আখেরাতের মুক্তি অর্জন করার তৌফিক দিন- আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ -

সমাপ্ত

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

- শ্রমিকের অধিকার
- আখেরাতের প্রস্তুতি
- ইউরোপে এক মাস
- আল্লাহর পথে খরচ
- আরব ভূখণ্ডে কিছুক্ষণ
- দৌড়াও আল্লাহর দিকে
- নির্বাচিত হাজার হাদীস
- মালয়েশিয়ায় এক সপ্তাহ
- কারাগার থেকে আদালতে
- জামায়াতের সংসদীয় ইতিহাস
- ওশর, আল্লাহর দেয়া একটি ফরজ
- Islam & Rights of Labours
- আল-কুরআনের পাতায় শ্রম, শ্রমিক ও শিল্প
- আল-কুরআন একনজরে একশত চৌদ্দ সূরা
- বুখারী শরীফ প্রথম খন্ড *অবলম্বনে* হাদীসের শিক্ষা
- মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসসাল্লাম (প্রকাশিতব্য)

কল্যাণ প্রকাশনী